চর্যাচর্য বিনিশ্চয়

সমসাময়িক বাংলায় রূপান্তর: লুবনা চর্যা

চৌদ্দ শ তেরো, দুই হাজার সাত

এই কাজের ক্ষেত্রে যে বইগুলো সহায়ক হয়েছে, তার প্রত্যেকটির মূলপাঠ ও পাঠ ব্যাখ্যায় অন্যদের চেয়ে কিছু পার্থক্য থেকেই গেছে। যেহেতু আমার কাজ শুধুই পুনর্লিখন, নিজের মতো করে – তাই মূলপাঠ হিসেবে কোনো একটাকে তো নিতে হবে। সেক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* বইয়ের অন্তর্ভুক্ত পাঠকেই বাছাই করা হয়েছে। সন্ধ্যার্থ লিখতে মূল শব্দগুলো তাই মূলত ওখান থেকে এসেছে। তবে কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কাব্যের মূল শব্দ এবং তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের করা অনুবাদ উপেক্ষা করা হয়েছে। সেগুলো খুব কম। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা যথাসম্ভব মাথায় রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সৌমেন্দ্রনাথ সরকারের *চর্যাগীতিকোষ* খুব কাজে লেগেছে। অন্যান্য বইয়ের কথা অপ্রয়োজনবশত উল্লেখ করা হলো না। সন্ধ্যা শব্দগুলোর অর্থ দেয়া হলো, কারণ পাঠক যেন যেকোনো পাঠ সামনে রেখে আসল বিষয়ের অঙ্কটা করে নিতে পারেন। সন্ধ্যার্থ উল্লেখ করার প্রয়োজনেই শব্দার্থও উল্লেখ করতে হয়েছে পাশাপাশি, ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে।

কবিতাগুলো তখন গাওয়া হতো বলে রাগের নামের উল্লেখ পাই পাণ্ডুলিপিতে। সে রাগগুলোর অধিকাংশই এখন বেঁচে নেই বিবর্তন কিংবা অব্যবহারের কারণে। আমার লেখায় গানের চাইতে কবিতার ইমেজ বেশি এসেছে বলে রাগগুলো উল্লেখ করিনি। পরিশেষে, আমি এ কাজ করেছি আমাদের শিকড়ের প্রতি বিস্ময়ে বা আত্মপ্রেমে। আর চেয়েছি কবিতাগুলো অ্যাবসার্ড যদিও, তা যেন বাক্সবন্দী না থাকে অহংকারের উদাহরণ হয়ে। দু' হাজার ছয় সালে সেই সাধক-কবিরা যদি এখন থাকতেন, তাঁরা কীভাবে লিখতেন।

১
রাগঃ পটমঞ্জরী
লুইপাদানাম্

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।ধ্রু।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।ধ্রু।।
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।।ধ্রু।।
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহু রে পাস।।ধ্রু।।
ভণই লুই আম্‌হে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা।।ধ্রু।।

পদ ১

মানববৃক্ষে আছে পাঁচটা ডাল, দিগন্তে ছড়িয়ে।
চিত্তচাঞ্চল্য হলেই ঢুকে পড়বে কাল সমস্ত
থাবা বাড়িয়ে। করো হে দৃঢ়, দৃঢ় করো তুমি মস্ত
সুখ যদি চাও। আর কেউ নয় – আকুলতা নিয়ে
গুরুর কাছে তুমি যাও। ঐ সমাধি টমাধি দিয়ে
কী আর হবে! দুঃখে-সুখে ভুগে টুগে বিপর্যস্ত
হয়ে শেষে মরেই তো যাবে। তাই ছন্দের আহত
বন্ধন এবার ছাড়ো। ছাড়ো গো বস্তুপুঞ্জে বিষিয়ে
ওঠা তোমার কার্যকারণ। শূন্যে মেলো পাখা, শূন্যে
মেলো তোমার পাখা, শূন্যতাতেই শুধু স্থির হবে
তুমি – শূন্যে করুণার রং মাখা। আমারও স্বপ্নে
কিংবা ধ্যানে এসবই আমি দেখি। ভনে লুই, তবে
এই দেখো, ধমন চমন দু’ ডানার মাঝখানে
পাখির মতো আমার দেহ কেমনভাবে উড়বে।

লুইপা

সন্ধ্যার্থ ১

কাআ তরুবরঃ শরীরবৃক্ষ।
পঞ্চ বি ডাল (পাঁচটা ডাল)ঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়।
ধমণ চমণঃ পূরক ও রেচক বায়ু।

২
রাগ: গবড়া
কুক্কুরীপাদানাম্

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।।ধ্রু।।
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরে নিল অধরাতী।।ধ্রু।।
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই [ন] মাগঅ।।ধ্রু।।
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।ধ্রু।।
অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।
কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহি সমাইড়।।ধ্রু।।

পদ ২

কাছিমের দুধে কী ভয়ংকর, উপচে
পড়ে ভাঁড়! শোনো, তোমার দেহবৃক্ষের
তেঁতুলই যোগ্য খাবার কুমিরটার।
ঘরের মধ্যে চাইলেই আঙিনা আছে,
অবধূতী রে! তথা গভীর মৌন রাতে
কানের ঝুমকো নিয়ে গেল এক চোরে।
বুড়ো শ্বশুর ঘুমায়, কিন্তু বউয়ের
যে ঘুম নেই। সহজে চোরটা পেয়েছে
যা, চোরেই নিক তা, তাতে বউয়ের কী!
দিনের আলোতে যে কুলবধূ সামান্য
কাকের ভয়ে কাঁপে, রাতে সে-ই একাকী
অভয়চিত্তে হাঁটে কামরূপের জন্য!
এমন কাব্য কুক্কুরীপা গাইল – দেখি,
কোটিতে একজন বুঝল এই শূন্য।

কুক্কুরীপা

সন্ধ্যার্থ ২

দুলি (মেয়ে কচ্ছপ): দ্বৈততা যেখানে বিলীন হয়, মহাসুখকমল।
পিটা (ভাঁড়): দেহরূপ পীঠ বা বজ্রমণি। দেহের মধ্যে ২৪টি পীঠ আছে বলে বজ্রযানীদের ধারণা।
রুখের তেন্তলি (গাছের তেঁতুল): শরীরবৃক্ষের ফলরূপ বোধিচিত্ত। কারণ বোধিচিত্ত তার ঊর্ধ্বাভিসার শেষ করে উষ্ণীষকমলে বা মহাসুখকমলে তেঁতুলের মতো বাঁকা হয়ে দুই প্রান্তকে নিম্নমুখী করে রাখে।
কুম্ভীর (কুমির): কুম্ভক সমাধি। শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্যের স্তরে ১৬০ রকম প্রকৃতিদোষ থাকে বলে তা ত্রুটিমুক্ত না। সহজশূন্যেই শুধু শূন্যতা বিশুদ্ধ হয়। তখন তার ধারা আর নিচের দিকে যায় না। খেচরী মুদ্রার সাহায্যে জিহ্বাকে পিছনের দিকে পরিচালিত করে এই কাজ করা হয় বলে কুমিরে খাওয়ার উপমাটা এসেছে।
আঙ্গন ঘরপণ (আঙিনা ঘরের দিকে): দেহরূপ ঘরের মধ্যে সহজানন্দরূপ আঙিনা।
কানেট (কর্ণাভরণ): প্রবেশাদিবাত দোষ।
চৌর (চোর): সহজানন্দ।
সুসুরা নিদ গেল (শ্বশুর ঘুমাল): ত্বরিতাদি শ্বাস যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হলো বা স্থির হলো।
বহুড়ী জাগঅ (বউ জেগে আছে): পরিশুদ্ধ প্রকৃতিরূপী যোগিনীরা জেগে আছে।
কাড়ই (কাক): কায়কালপুরুষ।
কামরু (কামরূপ): মহাসুখচক্র।

৩
রাগ: গবড়া
বিরুবাপাদানাম্

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।।ধ্রু।।
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ।।ধ্রু।।
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ।।ধ্রু।।
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা।।ধ্রু।।
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল।।ধ্রু।।

পদ ৩

একই শুঁড়িনি জোছনা আর রোদ্দুরের ঘরেতে
প্রবেশ করে প্রজাপতির দুই ডানার মতন।
প্রজাপতির সরু দেহের মতোই অতি চিকন
ছালে সে মদটা ধরে রাখে। সহজে স্থির হতে
আগে চেষ্টা করো, পরে মদ চোলাই কইরো। তাতে
অমর-অজর হবে, হবে দৃঢ়স্কন্ধ। আকর্ষণ
কিন্তু দশমী দুয়ারে – সবার চোখ খোঁজে গোপন
চিহ্ন আঁকা যেখানে। খদ্দেররা সেখানে স্ব-ইচ্ছাতে
ঢোকে। অথচ একবার ঢুকলে কারো বেরোবার
আর থাকে না খবর। নীলপদ্মের চৌষট্টি ছোটো
ছোটো পাপড়ির মতো চৌষট্টিটা পানপাত্র। আর
প্রত্যেকটাতে টলমল করছে অনিন্দ্য অমৃত।
সেই যে একটা পানপাত্র, ভীষণ সূক্ষ্ম হে তার
নলটা! বিরুপা বলে, সাবধানে ঢেলে ঢেলে জোটো।

বিরুবাপা

সন্ধ্যার্থ ৩

শুণ্ডিনি (শুঁড়িনি): অবধূতিকা। প্রাণ ও অপাণ বায়ুকে নির্মাণচক্রে স্থির করে যে।
দুই ঘরে: চন্দ্র ও সূর্যপথে বা ইড়া ও পিঙ্গলায়।
চীঅণ বাকলঅ (চিকণ বাকলে): অবিদ্যার বর্জ্যহীন বোধিচিত্তে।
দশমি দুআরত (দশমী দুয়ারে): নির্বাণরূপ দশম দ্বারে বা বৈরোচন দ্বারে।
গরাহক (গ্রাহক): গন্ধর্বসত্ত্ব।
চউশটি ঘড়িয়ে (চৌষট্টি ঘড়ায়): নির্মাণচক্রের চৌষট্টি পীঠে।
ঘড়লী: ঐ একই অবধূতিকা। সংবৃত্তি সত্য ও পরমার্থ সত্যের সংযোগ ঘটায় সে।
সরুই নাল: নলটা বা মুখটা সরু, কারণ আভাসদ্বয় নিরোধ করা হয়েছে।

৪
রাগ: অরু
গুণ্ডরীপাদানাম্

তিয়ড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টি করহুঁ বিআলী।। ধ্রু।।
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।। ধ্রু।।
খেঁপহু জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকূলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ।। ধ্রু।।
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজবেণি পখা ফাল।। ধ্রু।।
ভণই গুণ্ডরী অম্হে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা।। ধ্রু।।

পদ ৪

জঘন চেপে যোগিনী রে, কর আমায় আলিঙ্গন।
কমলে আর কুলিশে হয়ে যাক মহাবিস্ফোরণ।
তারপর কালে থেকেও হয়ে যাব ভস্মকাপালী –
কালহীন। শোন, তোরে ছাড়া বাঁচবে না এ জীবন
একমুহূর্তক্ষণ। তোর মুখে মুখ নামিয়ে খালি
চুমু খেয়ে, যোগিনী রে, ভরাব আমার পানপাত্র
কমলের রসে। আর শেষে যখন ওরে বাউলী
উৎক্ষিপ্ত হই, তখনো ভরসা তুই একমাত্র।

তোর হাত ধরে, মণিকূল ছেড়ে, পা বাড়াব উর্ধ্বে,
নীলক্ষ্যা শূন্যে। পুরোনো আমার শ্বাসঘরে এই যে
লাগালাম তালা। এবার একসাথে যাব বিরুদ্ধে
আমরা চাঁদ আর সূর্যের, কাটব পাখা সহজে
এসব যুক্ততার। গুণ্ডরী বলে, আমি ভাই রতিযুদ্ধে
পাকা। উড়িয়েছি কামপতাকা নর-নারীর মাঝে।

গুণ্ডরীপা

সন্ধ্যার্থ ৪

তিয়ড্ডা: বিখ্যাত তিন নাড়ি – ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ।/ ত্রিভুজাকৃতি রমণী চিহ্ন বা যোনি ।/ জঘন ।
কমলকুলিশ: চিত্ত হচ্ছে কমল, কুলিশ বা বজ্র হচ্ছে শূন্যতা ।
তো মুহ (তোমার মুখ): সহজানন্দকে বোঝাচ্ছে ।
কমলরস: বোধিচিত্ত ।
মণিকূলে (মণিমূলে): মূলাধার চক্রে [ষটচক্রের একটা] ।
ওড়িআণে (উড্ডীয়ানে): ঊর্ধ্বতা বোঝাচ্ছে, মহাসুখচক্র ।
সাসু (শাশুড়ি): শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ।
চান্দসুজবেণী (চাঁদ ও সূর্যের যুক্ততা): ললনা ও রসনার যুক্ততা বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবের প্রতীক ।
কুন্দুরে: যোগ সাধনার অঙ্গীভূত সুরত ক্রিয়ায় ।/ সঙ্গমজনিত আনন্দের দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্পাদনে ।

৫
রাগ: গুর্জরী
চাটিল্লপাদানাম্

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।ধ্রু।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই।।ধ্রু।।
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ।।ধ্রু।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী।।ধ্রু।।
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।।ধ্রু।।

পদ ৫

ভবনদী বয় বেগে, ঝড়ের তাণ্ডবে দোলে, ফুলে
ওঠে বিষবাষ্পের মতন। দু'কূল প্লাবিত হয় –
ছুঁয়ে যায় জনপদের আঙিনা-উঠোন। প্রলয়-
গম্ভীর-গহন স্বরে ডাকে হাহাকার। কূলে
কূলে তার থকথকে কাদা, মাঝখানে অথৈ জলে
ভরা ধাঁধা। ধর্মের টানে চাটিলকে গড়তে হয়
তাই সেতু একখান। যারা যারা পার হতে চায়,
সহজেই পার হয়ে যায়। অদ্বয়-দৃঢ় কুড়োলে
মোহতরু ফালি ফালি করে, পাটি দিয়ে জোড়া দাও।
তারপরই তাতে নির্বাণের পেরেকগুলো ঠুকে
লাগাও। দেখো না ডাইনে বাঁয়ে, তাতে তোমার পাও
স্লিপ কেটে যাবে। সামলিয়ে মঝঝিম নাড়িটাকে
ধরে এগোও। বোধি দূরে না – এ কথা মনে জাগাও।
যদি কেউ পার হতে চাও – প্রশ্ন রাখো চাটিলকে।

চাটিলপা

সন্ধ্যার্থ ৫

ভবণই (ভবনদী): বিষয় তরঙ্গের উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটে যাতে।
চিখিল (পিচ্ছিল/ কর্দমাক্ত): যা প্রকৃতিদোষ।
সাঙ্কম (সাঁকো): স্বাধিষ্ঠান ও প্রভাস্বরের একতা।
মোহতরু: সংবৃত্তি বোধিচিত্ত। সহস্রার হতে যা নিম্নমুখী।
পাটি (পাটক/ পীঠ): যা বোধিচিত্তের নিবাসস্থল।
টাঙ্গী (পরশু/ কুড়াল): যুগলবদ্ধতা।
দাহিণ বাম (ডান, বাম): চন্দ্র ও সূর্য নাড়ি, যা প্রবৃত্তির দিকে যায়।

৬
রাগঃ পটমঞ্জরী
ভুসুকুপাদানাম্

কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেটিল হাক পড়অ চৌদীস।।ধ্রু।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি।।ধ্রু।।
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ন জানী।।ধ্রু।।
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।।ধ্রু।।
তরংগতে হরিণার খুর না দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়হিঅহি ন পইসই।।ধ্রু।।

পদ ৬

কারে নেব আর কারেই বা ছেড়ে দেব আমি?
চারিদিকে তীর-ধনুকের তাক আর অবিরাম
অবিরাম ফাঁদ। নিজের মাংসই হরিণদের
কাল হলো আজ, এভাবেই পৃথিবী চলছে। ব্যাধ
তাকে একটুও বিরাম দেয় না বিশ্রাম কিংবা
ভাবনার। কারণ গুরুর কাছে সে পেয়ে গিয়েছে
কালজয়ের যত কামান। করুণ হরিণ ঘাস
খায় না, জলও মুখে নেয় না – এমনই অবস্থা
তার। বিমূঢ়তা তাকে পেয়ে বসে, সে তো জানে
না কোথায় থাকে মৃগনয়না। তবু দূরে আবছা
বনে কুয়াশায়, যেন তার ছায়া হরিণকে বলেঃ
ওরে বোকা, দেহবন ছেড়ে নির্ঝঞ্ঝাট শূন্যতায়
চলে আয় আমার ঠিকানায়। শুনে সেই হরিণ
ঝেড়ে এমন ছুট দিয়েছে, তার খুরের তরঙ্গ
অদৃশ্য হলো বায়ুস্তরে। ঘটনা কী হলো? ভুসুকু
বলে, বস্তুআসক্ত মূঢ়ে ইহার কিছু বুঝবে না।

ভুসুকুপা

সন্ধ্যার্থ ৬

হরিণাঃ অবিদ্যাবিমোহিত চিত্ত।/ বিষয়াসক্ত চিত্ত।
অহেরি (শিকারি): সংসার কারাগার।/ বৌদ্ধমতে মৃত্যুদূত ‘মার’।
হরিণীঃ নৈরাত্মযোগিনী।
এ বণ (এই বন): নির্দিষ্ট জন্মের বোধ।

৭
রাগঃ পটমঞ্জরী
কাহ্নুপাদানাম্

অলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা।।ধ্রু।।
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উআস।।ধ্রু।।
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না।।ধ্রু।।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা।।ধ্রু।।
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মো হিঅহি ন পইসই।।ধ্রু।।

পদ ৭

আলি আর কালিতে লাগল যে ধন্দ, কোনটা রেখে আমি কোনটা বেছে নিই – এই করেই নির্বাণের পথ হলো বন্ধ। কানু বলে, আমি কোথায় করব আমার আবাস? যারা মন বোঝে তারা তো উদাস! যারা তিন, তারা তো তিনই – তিনজনই আলাদা। সে তিন একও হতে পারে, কিন্তু হয় না বলেই জঞ্জাল বাধে ভব-কারাগারে। যারাই এসেছিল, একে একে চলে গেল। চলে যায়। বিষণ্ন কানাই, স্মৃতি মোহাক্রান্ত এমন আসা-যাওয়ায়। কাছেই জিনপুর, আশেপাশে আছে। অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ নিয়ে কানু, কীভাবে সেই জিনপুরে পৌঁছাবে?

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ৭

আলি: স্বরবর্ণ।/ চন্দ্র।/ লোকজ্ঞান।
কালি: ব্যঞ্জনবর্ণ।/ সূর্য।/ লোকাভাস।
তে তিনি (তিনটাতে): বাহ্যিক অর্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। আধ্যাত্মিক অর্থে কায়, বাক, চিত্ত।

৮
রাগঃ দেবক্রী
কম্বলাম্বরপাদানাম্

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।ধ্রু।।
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহু উই কইসেঁ।।ধ্রু।।
খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি।।ধ্রু।।
মাঙ্গত চড়ুহিলে চউ দিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।।ধ্রু।।
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহসাঙ্গা।।ধ্রু।।

পদ ৮

শূন্যতায় ভরল এসে করুণা, এবার সোনায়
সোনায় পূর্ণ হলো ডিঙ্গা। রূপোগুলো তাই মাটির
কাছেই রাখি। কামলি রে, তুই সমুদ্রের দিগন্তে
বৈঠা চালা দেখি! বহুজন্ম তো আষ্টেপৃষ্ঠেই গেল,
আবারও কি তুই জন্মশৃঙ্খলে ফিরবি? তা যদি
না চাস, উপড়ে ফেল তোর স্বভাবদোষের খুঁটি।
কাছি মেলে দে রোদের বাতাসে, সহজানন্দ পাবি।
এইবার কামলি বেয়ে যা রে তুই, গুরুচরণ
শরণ করে। গলুইতে চেপে চারিদিকটা খুঁজে
দেখে নিস ভালোভাবে। বৈঠা না থাকলে মাঝি, ডিঙ্গা
বাইবি কী! ডানে আর বামে ভ্রান্তি জুড়োলে মধ্যমে
আসল আছে। সেভাবে চললে মার্গ মিলবে – পথে
পথে মিলে যাবে মহাসুখের স্থবির সম্মিলনী।

কম্বলাম্বরপা

সন্ধ্যার্থ ৮

সোনে (সোনা): শূন্যতা।
রূপা: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান – এই পাঁচ স্কন্ধ।
খুণ্টি (খুঁটি): ৮০ রকমের আভাসদোষ, যা দিনে ও রাতে মিলে ১৬০ রকম হয়।
কাচ্ছি (কাছি/ মোটা দড়ি): অবিদ্যা।
মাঙ্গত (মার্গপথে/ গলুইতে): বিরমানন্দ থেকে সহজানন্দ পর্যন্ত দূরত্বটুকু।
বাম দাহিণ: ইড়া ও পিঙ্গলা বা ধমন, চমন।

৯
রাগ: পটমঞ্জরী
কাহ্নুপাদানাম্

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।। ধ্রু।।
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা।
সহজনলিনীবন পইসি নিবিতা।। ধ্রু।।
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতামঅগল বরিসঅ।। ধ্রু।।
ছড়গই সঅল সহাবে সূধ।
ভাবাভাব বলাগ ন[া]ছুধ।। ধ্রু।।
দশবলরঅণ হরিঅ দশদিসেঁ।
[অ]বিদ্যাকরিকুঁ দম অকিলেসেঁ।। ধ্রু।।

পদ ৯

এ-কারে, ব-কারে বাঁধা আছি গভীর শিকড়ে। পোষমানা হাতি যেমন বাঁধা থাকে তারঘেরা হাতিশালে। এসব বন্ধন ছিন্ন করে ক্ষিপ্ত কানাই ছুটে যায় সহজ নলিনীবনে। সেখানে মাতঙ্গীর মতোই পদ্মমধু পান করে করে তার তৃষ্ণা নিভে আসে। বস্তুত, এই নিবৃত্ত নির্বাণের আকাঙ্ক্ষাতে তার পদ্মবনে যাওয়া। মাতঙ্গী যেমন মাতঙ্গিনীর সঙ্গকাতরতায় দুর্ধর্ষ, কানুর মনের হাতিটাও তেমনি শূন্যতার দেবীর জন্য ছটফটিয়ে তথতামদ করে নিঃসরণ। এই পর্যায়ে নেই আর অভাব কিংবা ভাবের বৈষম্যচিহ্ন। চারিদিকে বিবিধ প্রাণীসকল, বিচিত্র জীবনযাপন – সবই শুদ্ধতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই অনুভবে দিকে দিকে ছড়ানো দশরতন যদি হারিয়ে যেতে চায়, তাহলে অকুণ্ঠভাবে তুমি গিয়ে অবিদ্যার বিশাল হাতিকে কুপিয়ে মেরো।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ৯

এবংকারঃ এ-কার ও বং-কার, মানে রাত ও দিনের সময়চক্র।
ছড়গইঃ ষড় গতিশীল যারা – অণ্ডজ, জরায়ুজ, উপপাদুক, সংস্বেদজ, দেবতা ও অসুর।
দশবলরঅণ (দশবলরত্ন)ঃ তথতারত্ন বা জিনরত্ন।
বিদ্যাকরিঃ আসলে অ-বিদ্যাকরী (অ-টা উহ্য আছে)।

১০
রাগঃ দেশাখ
কাহ্নুপাদানাম্

নগরবাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িআ।।ধ্রু।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ।।ধ্রু।।
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।ধ্রু।।
হা লো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
অইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।।ধ্রু।।
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া।।ধ্রু।।
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী।।ধ্রু।।
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ।।ধ্রু।।

পদ ১০

শহরের বাইরে ডোমনি তোর কুঁড়েঘর। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস তুই টাকু বামুনের অধর। ডোমনি রে, তোর সাথেই আমি মিশব। আমিও যে ঘৃণাহীন যোগী হয়ে গেছি রে, নগ্ন কাপালিক। চৌষট্টি পাপড়ির একটা পদ্ম আছে না! সেই পদ্মে চড়ে নাচে ডোমনি তে-রে-কে-টে তিনা। আহারে ডোমনি আমার, সত্যি করে বল তো – কে তোরে সকাল-সন্ধ্যা নদী পার করে দিত? তুই তো এখন আর তাঁতে হাত দিস না, বেচিস না আর ফুলঝুড়ি। ডোমনি রে ডোমনি, তোর জন্যে আমি নাটকের কলকাঠিও ছেড়ে দিতে পারি। তুই আমার ডোমনি, আমি তোর কাপালিক – সর্বাঙ্গে ভস্মের জ্বালা। তোর জন্যেই দেখ গলায় পরেছি কী ভীষণ হাড়ের মালা। সরোবরের সর্বনাশ করে যদি কখনো তুই খেতে চাস পদ্মের শিকড়, তাহলে তোকে এমন মার দেব – ভেঙে দেব হাড়গোড়।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ১০

নগর: কলুষতাযুক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা।
[১ম] ডোম্বি (ডোমনি): পরিশুদ্ধ নৈরাত্মা।
বাহ্মনাড়িআ (নেড়ে ব্রাহ্মণ): ব্রহ্মনাড়ি।
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী (এক সেই পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ি): নির্মাণচক্রে এর অবস্থান।
নাবেঁ (নৌকায়): সংবৃত্তি বোধিচিত্তে।
তান্তি (তাঁত): অবিদ্যা।
চাংগেড়া (চাঙাড়ি): বিষয়াভাস দোষ।
নড়পেড়া (নটের পেটিকা বা নলের তৈরি সেকালের কোনো পেটরা): সংসার।
সরবর (সরোবর): কায়াপুকুর।
মোলাণ (মৃণাল): বোধিচিত্ত।
[২য়] ডোম্বি: অবধূতিকা, কিন্তু সংবৃত্তি বোধের।

১১
রাগঃ পটমঞ্জরী
কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্

নাড়িশক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে।।ধ্রু।।
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহনঅরী বিহরই একাকারে।।ধ্রু।।
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে।।ধ্রু।।
রাগ দেষ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার।।ধ্রু।।
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী।।ধ্রু।।

পদ **১১**

নাড়িশক্তিকে দৃঢ় করে ধরে, শূন্যবন্দী করে, শোনে কানাই
অনাহত ডমরু বাজে ভিতরে ভিতরে, বাজে সিংহের হুংকারের
মতোই গভীর গভীরতম বিবরে।
যদিও জগৎ জড়ময়, জড় হতে এ প্রাণের উৎপত্তি –
কাহ্ন কাপালী এই দেহনগরেই, ভেদাভেদহীন আনন্দে
ভ্রমণ করে, সত্যি। আলিকালির
ঘণ্টানূপুর টুংটাং বাজে পায়ে,
চাঁদ ও সূর্য কানের কুণ্ডল হয়ে দোলে নির্ভয়ে।
রাগ, দ্বেষ, মোহ করে ছারখার
সারা গায়ে মাখে কালো অঙ্গার।
পরম পাওয়া গলাতে মুক্তার হার।
শাশুড়ি, ননদ যত কিছু ছিল
মেরে মেরে কানু বিরোধ কমাল।
আহা, মায়াকে মেরে কানু সর্বময় শূন্যতার ঘুম ভাঙাল।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ১১

নাড়িশক্তি: বত্রিশ নাড়ির মধ্যে প্রধান, সুষুম্না। অবধূতিকাও বলা হয়।
খট্টে (খাটে): মস্তিষ্কে সহজ শূন্যে।
অনহা ডমরু (অনাহত ডমরু): অনাহত চক্র। এটা ছয়টা চক্রের মধ্যে অন্যতম। এই চক্রে পৌঁছালে সাধকের দেহের মধ্যেই স্পন্দনহীন একরকম ধ্বনি সৃষ্টি হয়, যার নাম অনাহত ধ্বনি।
আলি কালি: লোকজ্ঞান ও লোকাভাস।
রবি শশী: গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব।
শাসু (শাশুড়ি): শ্বাসক্রিয়া। সমাধি অবস্থায় শ্বাস রোধ করা হয়।
নণন্দ (ননদ): নয়টি নন্দ, অর্থাৎ চক্ষুরাদি, বিজ্ঞানপ্রবাহ ইত্যাদি। নানা প্রকারে নব নব আনন্দ দেয় বলে তারা ননদ।
মাঅ (মায়া): অবিদ্যা।

১২
রাগঃ ভৈরবী
কৃষ্ণপাদানাম্

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরুবোহেঁ জিতেল ভববল।।ধ্রু।।
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরিউএসেঁ কাহ্নু ণিঅড় জিনউর।।ধ্রু।।
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।।ধ্রু।।
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা।।ধ্রু।।
ভণই কাহ্নু আহ্মে ভাল দান দেহুঁ।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ।।ধ্রু

পদ ১২

করুণা-পিঁড়িতে আজ সাজিয়েছি চতুরঙ্গ খেলা,
গুরুর কৃপায় জিতে নেবই ভবলোকের মেলা।
দুয়া কেটে আহারে রাজা বের করব তোর প্রাণ –
বন্ধুদের উপদেশে কানু জিনপুর কাছে টান।
প্রথমে বোড়েগুলোকে সব মেরে মেরে সাফ কর,
গজ দিয়ে তারপর আরও পাঁচ গুটি নিপাত কর।
মন্ত্রী দিয়ে তুই কষে রাজাটারে পেঁচিয়ে চেক দে,
রাজা অচল, তো কিস্তিমাত তোরই হবে কানু রে!
কানু নিজে কয়, আমি খুব ভালো দান দিতে জানি –
চৌষট্টিটা কোট গুনে বুঝে নিয়ে হই শ্রেষ্ঠ ধ্যানী।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ১২

পিহাড়ি (পিঁড়ি): ৩ নং চক্র অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে মহাশূন্যতা প্রাপ্তির পরও যে ৭ রকম প্রকৃতিদোষ থেকে যায়, সেগুলো।
নঅবল (দাবা খেলা): চতুর্থানন্দ [কারণ বড়, মেজো, সেজো-র পরে ন]।
দুআ (দাবা খেলার চাল বিশেষ): আভাসদ্বয় [নির্মাণচক্রের আলোক ও ধর্মচক্রের আলোকাভাস, এই দুটো]।
বড়িআ (বোড়ে): ১৬০ রকম প্রকৃতিদোষ।
গঅবর (গজবর): নির্বাণ আরোপিত চিত্ত।
পাঞ্চজনা: পঞ্চস্কন্ধগুলো ও এই বিষয়ক অহংকার।
মতি (মন্ত্রী): পরমার্থ বোধিচিত্ত।
ভববল: সংসার।
ঠাকুর (রাজা): সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।
চউষ্ঠঠি কোঠা: নির্মাণচক্রের চৌষট্টি পাপড়ির পদ্ম।

১৩
রাগঃ কামোদ
কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকুমারী।
নিঅ দেহ করুণাশূণমে হেরী।। ধ্রু।।
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ।। ধ্রু।।
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নি ল মাআজাল।। ধ্রু।।
গন্ধ পরস রস জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো।। ধ্রু।।
চিঅকণ্ণহার সুণতমাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহসাঙ্গে।। ধ্রু।।

পদ ১৩

ত্রিশরণের নৌকায় আছে আটটা কামরা। আর
আমার অস্তিত্ব ভরা রাশি রাশি শূন্যতা এবং
করুণা। মায়াতে, স্বপ্নের ঘূর্ণিবায়ুতে ঘুরপাক
খেতে খেতে কখন কীভাবে যেন জীবনসমুদ্র
পার হয়ে গেছি। মাঝ বরাবর এলাম যখন,
একটা ঢেউ এসে আমাকে সব মননরহস্য
জানিয়ে গেল। পাঁচজন তথাগতের হাতে বৈঠা
তুলে দিয়ে কানু রে তোর বাইচের নৌকা ছুটিয়ে
চল। মায়াজল কিন্তু এই জল! গন্ধ, স্পর্শ, রস
যা আছে তা থাক, যেমন আছে তেমনই থাক না।
জেগে জেগে দেখা স্বপ্নের মতোই হচ্ছে ওইসব,
বুঝেছে কানু তা। এমন শূন্য-নৌকার গলুইতে
বসবে কানু মনমাঝি হয়ে, পৌঁছে যাবেই যাবে
সে সুখ থাকে যে দ্বীপে।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ১৩

তিশরণ (ত্রিশরণ): বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ [বৌদ্ধমতে]।/ কায়, বাক, চিত্ত [সহজযানে]।
অঠকুমারী (আট কামরা বা আট কুমারী): অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবসায়িতা – এই আটটি বুদ্ধৈশ্বর্য।/ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় – এই আটটি বিকল্পাত্মক জ্ঞান।
মঝ বেণী তরঙ্গ: বাম গা ও দক্ষিণ গা নাড়ির মধ্যপথ। অর্থাৎ অবধূতিকা।
পঞ্চ তথাগত: এই আটটি জ্ঞান আবার পাঁচটি করে অংশে বিভক্ত। সেই পাঁচ অংশের একজন করে তথাগত আছে।

১৪
রাগ: ধনসী
ডোম্বীপাদানাম্

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।।ধ্রু।।
বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরুপাঅপসাএ জাইব পুণু জিণউরা।।ধ্রু।।
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি।।ধ্রু।।
চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দা।।ধ্রু।।
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জানিই কুলেঁ কুল বুড়ই।।ধ্রু।।

পদ ১৪

গঙ্গা-যমুনার মাঝে ডিঙ্গা পারাপারের পথ –
হস্তিনী এক নারী মাঝি সে পথ আগলায়, আর
জলে ডোবা আর্তপ্রাণকে অবলীলায় পার করে
দেয়। বেয়ে চল রে ডোমনি, ঝড়েরও আগে আগে,
পথেই ডানা ছড়াল যে সন্ধ্যা! গুরুর পদধূলি
মাথায় রেখে আবারও জিনপুর হবে আমার
আস্তানা। পিছ-গলুইয়ে পড়ছে পাঁচ বৈঠা, আর
পিঁড়ায় কঠিন কাছি-দড়ি আছে বান্ধা। শূন্যতার
সেঁউতি দিয়ে জল কাছিয়ে ফেলতে হবে অনেক
দূরে। পাটাতনের ছিদ্র দিয়ে আর যেন না জল
প্রবেশ করে। সূর্য, চাঁদের চাক্কাগুলো পালটাকে
শুধু খোলে, আবার গুটায়। মাঝখানটাতে সিঁথি
আঁকা পথ, ডাইনে বাঁয়ে তোর স্থান নয়। পারানি
নেয় না, পুরস্কারও নেয় না, শুধুশুধুই পার
করে দেয় এ মাঝিনী। বাইতে না জেনে যদি তুমি
নৌপথে ভ্রমণে যাও, ট্র্যাজিক হবে কিন্তু কাহিনী।

ডোম্বীপা

সন্ধ্যার্থ ১৪

গঙ্গা জউনা (গঙ্গা-যমুনা): ইড়া, পিঙ্গলা ।/ রসনা, ললনা ।/ গ্রাহ্য-গ্রাহকতা ।
মাঝেঁ (অবধূতিকা): সুষুম্না বা শুক্রনাড়ি ।
নাঈ (নৌকা): যে শুক্রনাড়ি বিরমানন্দাবধূতিকার মধ্যে অবস্থিত ।
পাঞ্চ কেড়ুয়াল (পাঁচটা বৈঠা): পঞ্চক্রমের উপদেশ [ডোম্বী, চণ্ডালী, রজকী, নটী ও ব্রাহ্মণী – এই পাঁচটি কুল গুরু কর্তৃক প্রদত্ত হয় যোগীর অনুভূতি বিভেদের কারণে] ।
পিঠ (পাটা/ পীড়া): মণিমূল ।
কাচ্ছী (কাছি/ দড়ি): বোধিচিত্ত ।
পাণী (পানি): বিষয়চিন্তা ।
চন্দ (চাঁদ): প্রজ্ঞাজ্ঞান ।
সূজ্জ (সূর্য): অদ্বয়জ্ঞান ।
পুলিন্দা (মাস্তুল): নপুংসকতা ।

১৫
রাগ: রামক্রী
শান্তিপাদানাম্

সঅসম্বেঅণসরুঅবিআরেঁ অলক্‌খ লক্‌খণ ন জাই।
জে জে উজূবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই।।ধ্রু।।
কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজূবাট সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজ পথ কন্ধারা।।ধ্রু।।
মায়ামোহসমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা।।ধ্রু।।
সুনা পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজূবাট জাঅন্তে।।ধ্রু।।
বাম দাহিণ দোবাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খড় তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ।।ধ্রু।।

পদ ১৫

স্বয়ং-সংবেদন যা, তার স্বরূপ বিচার কী করে হবে? অলক্ষিতে যা থাকে, তার লক্ষণ কেউ কীভাবে দেখাবে? সোজাপথ ধরে যারা যারা চলে গেল, কই তাদের তো আর দেখি না প্রত্যাবর্তন! কূলে কূলে ঘুরিস না রে বোকা, সোজা-স্বচ্ছ পথই তোর অন্বেষণ। বালকের চঞ্চলতায় এক তিলও বাঁকা পথ ছুঁস না যেন, তোর রাজপথ কানাত-ছড়ানো! এই মোহমায়ার সমুদ্রের নেই কোনো তল, নেই রে থই। নৌকাও নাই, ভেলাও নাই, দূর দিগন্ত অথৈ। সদগুরুর কাছে না জিগায়ে তুই যাবি কই? শূন্য তেপান্তর, তাও দেখা যাচ্ছে না, তবু তুই চল সংশয়-সংকোচ ঝেড়ে। আট মহাসিদ্ধি এগোলেই পেয়ে যাবি, সোজাপথ যদি তোর মন কাড়ে। ডানে, বাঁয়ে পথ ফেলে মঝঝিমে শান্তি শান্ত এখন। ঘাস-খড়-আবর্জনা কিছুই নাই, চোখ বুজে পা ফেলে বিজয়ীর মতন।

শান্তিপা

সন্ধ্যার্থ ১৫

সঅসম্বেঅণ (স্বসংবেদন)ঃ বজ্র ও পদ্মের সংযোগজনিত অবস্থা।
রাজ পথঃ অবধূতিমার্গ।
কন্ধারা (কানাত মোড়া)ঃ প্রজ্ঞা ও করুণারূপী কানাত বা তাঁবুর পর্দা দ্বারা ছাওয়া।
অটমহাসিদ্ধিঃ অণিমা, লঘিমা, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা – এই আট মহাসিদ্ধি।

১৬
রাগ: ভৈরবী
মহীধরপাদানাম্

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅমণ্ডল সঅল ভাজই।।ধ্রু।।
মাতেল চীঅগএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই।।ধ্রু।।
পাপ পুণ্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণটাকলি লাগি রে চিত্ত পইঠ নিবাণা।।ধ্রু।।
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চবিষঅনায়ক রে বিপখ কোবি ন দেখি।।ধ্রু।।
খররবিকিরণসন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।।ধ্রু।।

পদ ১৬

তিনটা পাটেই আমার বেজে উঠল দ্রিম দ্রিম অনাহত-ঝংকার,
যেন কালো মেঘ দূর থেকে কাছের আকাশে নেমে ছাড়ল হুংকার।
শুনে ল্যাজ গুটিয়ে পালাল ভয়ংকর সব বিষয়ী মারের দল।
মাতাল চিত্তমাতঙ্গী নাচে আকাশের পাশে, তৃষ্ণায়-আকাঙ্ক্ষায় প্রবল।
পাপ-পুণ্যের শিকল ছিঁড়ে, ব্যারিকেড উল্টে দিয়ে, শূন্যতার
তাক লাগানো শব্দে বিহ্বল মন নির্বাণে ঢুকে পড়ল এবার।
সিদ্ধিরস খেয়ে ত্রিজগতে আমি চিনি না কাউকে,
পাঁচ বিষয়েরই নায়ক আমি, প্রতিপক্ষ আমার কে!
প্রচণ্ড রোদের তাপে ঝলসে ঝলসে,
হৃদয় আমার আকাশগঙ্গায় ভেসে গিয়ে মেশে।
‘ডুবে গেছি রে আমি!’ বলে মহীধরপা –
ডুবলে সবই শূন্যতাময়, কিচ্ছু দেখা যায় না।

মহীধরপা

সন্ধ্যার্থ **১৬**

তিনিএঁ পাটে (তিনটা পাটে): কায়, বাক, চিত্তে।
খম্ভাঠাণা (স্তম্ভস্থান): লোকজ্ঞান ও লোকাভাসের অবিদ্যা।
মহারস: জ্ঞানের মদ।
পঞ্চবিসঅ (পাঁচ বিষয়): পঞ্চ স্কন্ধগুলো।
খররবিকিরণ: মহাসুখরাগের আগুন।

১৭
রাগঃ পটমঞ্জরী
বীণাপাদানাম্

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী।।ধ্রু।।
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা।
সুনতান্তিধনি বিলসই রুণা।।ধ্রু।।
আলি কালি বেণি সারি সুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।।ধ্রু।।
জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিশ তান্তিধনি সঅল বিআপিউ।।ধ্রু।।
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।ধ্রু।।

পদ ১৭

সূর্যের খোলে একতারা হবে প্রস্তুত। চাঁদকে বেঁধে এনে চিকন করে বানব টুং টাং তার। অনাহত-শব্দমাধুর্য একতারার ডান্ডি গো আমার। চাকি হতে রাজি আছে অবধূতী।

আহারে সখী শোন, হেরুকের একতারাটা কেমনভাবে বাজে! একে তো শূন্যদশা, তার উপর করুণার বর্ণমালা মিহি ছড়াচ্ছে। আলি-কালি দ্বৈতস্বর পাতানো হলো যন্ত্রে। মনমাতঙ্গী রে, সমরস দিয়ে জোড়া দেব বিভোর একতারাটা। যখন হাতের পাতায় হাতের পাশ দিয়ে তুই চাপ দিবি, বত্রিশ রকম সুর ঝং করে বেজে উঠে ছড়াবে ইথারে।

বজ্র যে, সে নৃত্য করে, দেবী করে গান –
বুদ্ধ নাটকের পালা এইখানে অবসান।

বীণাপা

সন্ধ্যার্থ ১৭

সুজ (সূর্য): প্রজ্ঞা।
সসি (চাঁদ): উপায়।
অণহা (অনাহত): শূন্যতার শব্দ।
সুনতান্তিধ্বনি (শূন্যতন্ত্রীধ্বনি): অনাহত ধ্বনি।
আলি: স্বরবর্ণ।
কালি: ব্যঞ্জনবর্ণ।
সমরস: স্বরূপরস। সবকিছুতে নিজের স্বরূপ বা অস্তিত্বকে অনুভব করা।
করহা (করপার্শ্ব/ হাতের প্রান্ত): সক্রিয় চিত্ত বা চিন্তা।
করহকল (করতল): প্রভাস্বরতা, যাকে 'করুণা' দ্বারা পাওয়া গিয়েছে।
বতিশ তান্তিধ্বনি: ৭২,০০০ নাড়ির মধ্যে প্রধান ৩২টি নাড়িতে উৎপন্ন ধ্বনি।

১৮
রাগঃ গউড়া
কৃষ্ণবজ্রপাদানাম্

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহলীলেঁ।।ধ্রু।।
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী।।ধ্রু।।
তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ।।ধ্রু।।
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণ লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলই।।ধ্রু।।
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বী ত আগলি নাহি চ্ছিণালী।।ধ্রু।।

পদ ১৮

তিন ভুবন জয় করে ফিরি আমি অবহেলায়,
তারপর স্নিগ্ধ একটা ঘুম দিতে চাই সুখের বিছানায়।
ডোমনি, এ কী উদ্ভট তোর আচরণ! মাথামুন্ডু নাই ঠিক –
কুলীনকে রাখিস যে বাইরে, আর অন্দরে কাপালিক!
তুই ডোমনি, ম্যাসাকার করে দিলি সবই,
কার্য নাই, কারণও নাই – টলিয়ে টলিয়ে চাঁদের করলি ভরাডুবি!
যদিও কেউ কেউ বিদ্রুপ করে তোরে,
তবু যে বোঝে, সে তো তোকে ছাড়া বোঝেই না রে!
কানুপা বলে, বহুত কামচতুর এই চণ্ডালী,
জগতে বাবা দেখি নাই রে আর এমন ছিনালি।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ১৮

তিণি ভুঅণ (তিন ভুবন): কায়, বাক, চিত্ত।/ শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্যের আলোক, আলোকাভাস ও আলোকোপলব্ধিজনিত ৮০ প্রকার প্রকৃতিদোষ, যা দিনে ও রাতে মিলে ১৬০ রকম হয়।
ডোম্বী: গুরু নির্ধারিত কুল অনুসারে কাহ্নপা তাঁর বোধিচিত্তকে ডোম্বী বলে সম্বোধন করেছেন।
কুলিণজণ: কু অর্থাৎ শরীরে লীন যে। প্রভাস্বর জ্যোতি।
কাবালী (কাপালিক): ক অর্থাৎ সংবৃত্তি বোধিচিত্তকে যে পালন করে।
সসহর (শশধর/ চাঁদ): সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।
কামচণ্ডালী: সাধন কর্মের উপায়রূপ চণ্ডালিনী।

১৯
রাগঃ ভৈরবী
কৃষ্ণপাদানাম্

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণপবণবেণি করণ্ডকশালা।।ধ্রু।।
জঅ জঅ দুন্দুহিসাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বীবিবাহে চলিআ।।ধ্রু।।
ডোম্বী বিবাহিআ আহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।।ধ্রু।।
অহণিসি সুরঅপসঙ্গে জাঅ।
জোইণিজালে রঅণি পোহাঅ।।ধ্রু।।
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।।ধ্রু।।

পদ ১৯

ভব আর নির্বাণ যেন ঢাক আর মাদল,
মন-পবনকে বলি আমি কাঁসি আর ঢোল।

জয় জয় বীট – দুন্দুভির আওয়াজে,
ডোমনির বিয়ে; কানু বর সাজে।

ডোমনিকে বিয়ে করে নিজেই খেয়ে ফেললাম নিজের জন্ম।
যৌতুক নিলাম আমি সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

রাতগুলো দিনগুলো শুধুই কাম আর কেলিতে কেটে যায়।
যোগিনীর সম্মোহজালে টের পাই না কখন রাত পোহায়।

ডোমনির সঙ্গে যার একবার প্রেম হয় –
কঠিন হাঁসকলে তার পরান ফেঁসে যায়।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ১৯

দুন্দুহিসাদ (দুন্দুভির শব্দ): অনাহত ধ্বনি।
[১ম] ডোম্বী: অপরিশুদ্ধ অবধূতিকা বা অবিদ্যারূপিণী অবধূতিকা।
বিবাহে: বহির্মুখী প্রবাহ নিরোধ করতে।
আহারিউ জাম (জন্ম খেয়ে ফেললাম): বারবার জন্ম নেয়ার ঝামেলাকে স্থগিত করলাম [যখন কালজ্ঞান লুপ্ত হয়]।
আণুতু ধাম (অনুত্তর ধর্ম): শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সহজ ধর্ম।
জোইণিজাল (যোগিনী জাল): জ্ঞানরশ্মি।
রঅণি (রজনী): ক্লেশের অন্ধকার।
[শেষ] ডোম্বী: পরিশুদ্ধ অবধূতিকা।

- ভব নির্বাণ ও মন পবন কি? এগুলো বিকল্প জ্ঞান মাত্র। অথচ তত্ত্বদর্শী জানেন, মূলত ভেদাভেদ নেই এসবে। জয়ঢাক ও মাদল যেমন একই উপকরণ অর্থাৎ কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি, সেরকম জগতের সব বিকল্প অবস্থাই আসলে বিকল্প কিছু নয়।

২০
রাগ: পটমঞ্জরী
কুক্কুরীপাদানাম্

হাঁউ নিরাসী খমণভতারি।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।। ধ্রু।।
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউরি চাহি।
জা এথু চাহাম সো এথু নাহি।। ধ্রু।।
পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া।। ধ্রু।।
জাণজৌবণ মোর ভইলেসি পুরা।
মূল নখলি বাপ সংঘারা।। ধ্রু।।
ভণথি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা।
জো এথু বুঝই সো এথু বীরা।। ধ্রু।।

পদ ২০

আমি নিরাশ হয়ে গেছি, স্বামীটা শূন্যচারী, আর আমার
সঙ্গসুখ যে কী মধুর – তা তো শুধু আমিই জানি!
প্রসব করলাম রে মা গো, আঁতুড়ঘরের
অভিজ্ঞতায়। কই, যা আমি চেয়েছিলাম তার কিছু তো
নাই হেথায়! প্রথম গর্ভ আমার – ওহ্, আমার এত
বাসনার বৎস! নাড়ি কাটতে না কাটতেই দেখি সে
যে মৃত! পূর্ণ যখন হলাম যৌবনের কড়কড়ে ক্রেজে, দিলাম
প্রচণ্ড এক টান শিকড় ধরে – আমি পিতৃ-হন্তারক!
বলে কুক্কুরীপা, এই মহাবিশ্ব আদতেই স্থির।
যে এ কথা বোঝে – সে-ই চূড়ান্ত বীর।

কুক্কুরীপা

সন্ধ্যার্থ ২০

হাঁউ (আমি): নৈরাত্মা দেবী।
খমণভতারী (ক্ষপণকের বউ): যার সমরসের অনুভূতি বা করুণা ও শূন্যতার সমান অনুভূতি।
ফেটলিউ (ফুটলাম বা প্রসূত হলাম): বিষয়বাসনা উগরে দিলাম।
জা এথু চাহাম (যা এখানে চাই): নির্বাণ।
সো এথু নাহি (তা এখানে নেই): সংসারের তার ঘেরা জালের মধ্যে নেই।
বাসনপূড়া (বাসনাপুট/ বাসনাপুত্র): বাসনার সমষ্টি নিজের দেহ।
নাড়ি: বত্রিশ নাড়িযুক্ত এই দেহ।
জাণজৌবণ: জ্ঞানে পরিপূর্ণ যখন।
মূল: সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।
বাপ: বিষয়াদির জনক।
ভব: সংবৃত্তি বোধিচিত্তের মধ্যে যে রূপ ইত্যাদির আভাস – সেটা।
বীর: প্রকৃতিদোষ ও বিষয়-আশয়কে উপেক্ষা করতে পারে বলে বীর।

২১
রাগঃ বরাড়ী
ভুসুকুপাদানাম্

নিসি অন্ধারী মুসঅ চারা।
অমিঅভখঅ মুসা করঅ আহারা।।ধ্রু।।
মার রে জোইআ মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণাগবণা।।ধ্রু।।
ভববিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী।।ধ্রু।।
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ অমণধাণ।।ধ্রু।।
তাব সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদ্‌গুরুবোহে করহ সো নিচ্চল।।ধ্রু।।
জবেঁ মুসাএর চার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ।।ধ্রু।।

পদ ২১

রাত স্তিমিত অন্ধকার, ইঁদুর কুচকাচ দাপাদাপি করে।
অমৃতখোর ইঁদুরেরা সদলবলে খাদ্য খেতে ঢোকে ঘরে।
যোগী জাগো, জাগো গো, এক্ষুনি ঐ মূষিকপবনের
লীলা সাঙ্গ করে দাও। যেন বারবার
জন্ম এবং মৃত্যুর জের তুমি আর না পোহাও।
খুদে খুদে অস্থির চোখে ইঁদুরেরা মাটি ঝাঁঝরা
করে গর্ত খোঁড়ে, গর্ত খোঁড়ে –
তুমি সেই চঞ্চলতা থামাবার জন্যে
স্থিরসত্তার বৃত্তে তাকে ফেলো ভরে।
কালো কালো রং তাদের, রাত গভীরে দেখা যায়
না ভালো। সে মূষিক আবার শুনেছি শূন্যতায়, উদাস
হয়ে আমন ধানের ক্ষেতে হেঁটে বেড়ায়। উথাল
পাথাল বিকেন্দ্রীভূত মন ইঁদুরের।
গুরুই শুধু পারে পরিবর্তন করতে তার এমন স্বভাবের।
যখন ইঁদুরের ইঁদুরদৌড় শেষ হবে,
ভুসুকু বলে, তখনই তার সম্পর্ক পাতানোর জ্বালা জুড়োবে।

ভুসুকুপা

সন্ধ্যার্থ ২১

নিসি (রাত্রি): দেহজ সাধনার শক্তিরূপিণী প্রজ্ঞা, কিন্তু এখানে সে সংবৃত্তি বোধিচিত্তের ফ্যাঁড়ে পড়েছে বলে অন্ধকার।
অমিঅভখঅ (অমৃতভক্ষক): বোধিচিত্তের স্বাদ নেয় যে।
মুসা (মূষিক বা ইঁদুর): চিত্তপবন বা সংবৃত্তি বোধিচিত্ত বা নিজ দেহ।
অবণাগবণা (আসা যাওয়া): বারবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুর শৃঙ্খল।
ভব (মাটি): নিজের অস্তিত্ব ।
গাতী (গর্ত): ব্যক্তিবোধে আটকে পড়ার দুর্গতি।
কাল (কালো): নিজেকে নিজে নাশ করে বলে কালো অর্থাৎ বর্ণহীন।
গঅণ (গগন/ শূন্যতা): মহসুখকমল।
অমণধাণ (আমন ধান): অমনোধ্যানভূমি, যে ভূমি প্রাপ্ত হলে মন দ্বারা আর ধ্যান করতে হয় না।
চার (আচার): অহং চেতনা।
বান্ধন (বন্ধন): সংসার বন্ধন।

২২
রাগঃ গুঞ্জরী
সরহপাদানাম্

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।।ধ্রু।।
অম্হে ণ জাণহুঁ অচিন্তজোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।।ধ্রু।।
জইসো জাম মরণবি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো।।ধ্রু।।
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা।।ধ্রু।।
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি।।ধ্রু।।
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম।।ধ্রু।।

পদ ২২

নিজের মনেই ভব-নির্বাণ দুইটা জিনিস তৈরি করে,
মানুষ নিজেই নিজের পায়ে শিকল পরে।
অচিন্ত্য যোগী আমরা, ধারি না এইসব কিছুর ধার।
জন্ম, মৃত্যু, মাঝখানে জীবন – কেমন পরিচয় কার!
যাকে মৃত্যু বলি, তাকেই বলি জন্ম –
জীবনে, মরণে নাই এতটুকু দ্বন্দ্ব।
যাদের আছে জন্মতৃষ্ণা আর মৃত্যুভয়,
রসরসায়নের মজায় তারাই উত্তেজিত হয়।
যে করে ভ্রমণ তিনলোকে বিশেষ কৌতূহলবশত,
অজরামর সে হতে পারবে না আমাদের মতো।
জন্ম আগে হবে, না কি কর্ম আগে?
মুরগি আর ডিমের মতো এই উত্তর কভু না মিলিবে।

সরহপা

সন্ধ্যার্থ ২২

ভবনির্বাণা (ভব ও নির্বাণ)ঃ এই দুইটা হচ্ছে বিকল্পজ্ঞান।
রস রসান (রসরসায়ন)ঃ পারদকল্প ও অন্যান্য বিবিধ কল্প।
তিঅস (ত্রিদশ/ ত্রিলোক)ঃ লোক, দেবলোক ও চরাচর।

২৩
রাগঃ বরাড়ী
ভুসুকুপাদানাম্

জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
নলিণীবণ পইসন্তে হোহিসি একুমণা।।ধ্রু।।
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি।
হণবিণুমাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহি ণি।।ধ্রু।।
মাআজাল পসরি উরে বধেলি মাআহরিণী।
সদ্‌গুরুবোহেঁ বুঝি রে কাসু কদিনি।।ধ্রু।।

পদ ২৩

যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাও, তাহলে সেই পাঁচজনকে অন্তত না মেরে ফিরবে না। আর পদ্মবনে ঢোকার আগে অবশ্যই মন কনসেনট্রেট না করে ঢুকবে না। প্রতিদিন সকালগুলো আমাদের জন্ম দেয় আর রাত এসে প্রাণ কেড়ে নেয়। মাংসের উপঢৌকন না নিয়ে তো ভুসুকু পদ্মবনে যাবেই না! হাহহা, মায়াজাল বুনে বুনে ছড়িয়ে বেঁধে ফেলবই দেখো মায়াহরিণটাকে। সদগুরুর কাছে কী বৃত্তান্ত – তার সব বুঝ পাইছি।

ভুসুকুপা

(মূল পুথিতে শেষ চার লাইন পাওয়া যায়নি।)

সন্ধ্যার্থ ২৩

অহেরি (শিকার): শূন্যের বিভিন্ন স্তরে আভাস দোষগুলোকে পরিত্যাগ করতে করতে বোধিচিত্তের যে ঊর্ধ্বাভিসার সহজ শূন্যের দিকে, তা-ই হচ্ছে শিকার।
পঞ্চজণা (পাঁচজন): পঞ্চ ইন্দ্রিয়।
নলিণীবণ (পদ্মবন): মহাসুখচক্র।
বিহণি (সকাল): অদ্বয়সত্তাকে অনুভব।
রঅণি (রজনী): অবিদ্যায় আচ্ছন্নতা।/ চিত্তের জাগ্রত অবস্থা হচ্ছে সকাল এবং এই সচেতন-চিত্ততা যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখনই প্রজ্ঞারজনীর আবির্ভাব হয় – এই ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে।
হণবিণুমাঁসে (মৃগমাংস ছাড়া): মৃত মৃগের মাংস উপহার দেওয়া মানে বিষয়ের কেন্দ্রস্থ শক্তিপ্রবাহকে পরমতত্ত্বে বিলীন করা।
মাআজাল (মায়াজাল): শূন্যতার বিভিন্ন স্তরে অভিব্যক্তির যে বিবর্তন, তাই হচ্ছে মায়াজাল। অর্থাৎ আনন্দ থেকে পরমানন্দ, বিরমানন্দ, তারপর সহজানন্দের দিকে।
মাআহরিণী (মায়াহরিণী): চিত্ত।

২৪, ২৫

(সংশ্লিষ্ট পাতা না থাকায় মূল পদ দুইটা পুথিতে নাই।)

২৬
রাগঃ শীবরী
শান্তিপাদানাম্

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু।।ধ্রু।।
তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই।।ধ্রু।।
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
পুন লইআঁ অপণা চটারিউ।।ধ্রু।।
বহল বট দুই মার ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ।।ধ্রু।।
কাজ ন কারণ জ এহু জুগতি।
সঅসঁবেঅণ বোলথি সান্তি।।ধ্রু।।

পদ ২৬

তুলো ধুনে ধুনে আঁশ আঁশ করে ফেললাম, আঁশ ধুনলে আর থাকেটা কী! না পেয়ে তার কোনো হেতুরূপের দিশা – শান্তি বলে, এ নিয়ে আর বেশি ভাবাভাবি করে লাভ কী! তুলো ধুনে শেষ পর্যায়ে যে শূন্যতাকে পেলাম, তাকে আমি খেয়ে ফেললাম খপ করে। তারপর তো নিজেই হয়ে গেছি মস্ত বড়ো একটা বিভোর শূন্য। বিশাল জটিল এই পথ, সামনে-পিছনে দু'দিকেই দিগন্ত যায় না দেখা। শান্তি বলে, এমনকি ঢোকে না চুলের ডগা। কার্যও নেই, কারণও নেই, বলো তো দেখি এটা কেমন যুক্তি? শান্তিপা বলে, এটা হচ্ছে এক্কেবারে আত্ম-সংবেদনের যুক্তি।

শান্তিপা

সন্ধ্যার্থ ২৬

তুলাঃ কায়, বাক, চিত্তজনিত ত্রিলোকের রূপ।
ধুণি (তুলা ধুনা করা): শূন্যতার মার্গে আরোহণের বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি।
নিরবর (নিরবয়ব): পঞ্চস্কন্ধকে ভ্যানিশ করা হলো, তাই নিরবয়ব।
সুণে অহারিউ (শূন্যতা আহার করলাম): প্রভাস্বর শূন্যতাকে, যা সহজচক্রে অবস্থিত।
অপণা চটারিউ (নিজেকে লুপ্ত করলাম): কারণ ভাবকও নাই, ভাব্যও নাই।
দুই মার (দ্বয়াকার): যেকোনো রকমের দ্বৈততা।

২৭
রাগ কামোদ
ভুসুকুপাদানাম্

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ।।ধ্রু।।
চালিঅ ষষহর মাগে অবধূই।
রঅণহু ষহজে কহেই।।ধ্রু।।
চালিঅ ষষহর গউ ণিবাণে।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ।।ধ্রু।।
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ।।ধ্রু।।
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।।ধ্রু।।

পদ ২৭

মাঝরাতে ফোটে বিশাল পদ্ম আমার মাথা জুড়ে –
আর বত্রিশ যোগিনী নাচে আনন্দে বেদিশা হয়ে।
অবধূতীর আকাশে চাঁদের চাক্কা চলতে শুরু
করল। রত্ন তাকে পথ দেখায় সহজ মানুষ
যেখানে থাকে সেই ঠিকানায়। চলতে চলতে তো
চাঁদ মাখামাখি হয়ে গেল নির্বাণে। শূন্যতাপায়ী
কমলিনী কমল রস শুষে নিচ্ছে তার নিজের স্টিকে।
বিরমানন্দ কিন্তু বিলক্ষণে শুদ্ধ, মানানসই –
যে বোঝে সে বোদ্ধা, অন্যদের কথা আর কী বা কই!
ভুসুকুপা বলে, আমি মিলনের পরে মিলনকে
বুঝেছি। সহজানন্দে পৌঁছে মহাসুখ টের পেয়েছি।

ভুসুকুপা

সন্ধ্যার্থ ২৭

অধরাতি (অর্ধরাত্রি): প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক দানের সময়কে অর্ধরাত্রি বা চতুর্থী সন্ধ্যা বলা হয়।
[১ম] কমল: উষ্ণীষকমল, যার অবস্থান সহস্রারে। ইহা ৪টি পাপড়িবিশিষ্ট।
বতিস জোইণী (বত্রিশ যোগিনী): ললনা, রসনা, অবধূতিসহ প্রধান ৩২টি নাড়ি।
ষষহর (শশধর/ চাঁদ): বোধিচিত্ত।
মাগে অবধূই (অবধূতিমার্গে): বজ্রশিখরে।
রঅণহু (রত্নের হেতু): গুরুর উপদেশ হচ্ছে সেই রত্ন।
কমলিনি (কমলিনী): পরিশুদ্ধ অবধূতিকা নৈরাত্মা।
[শেষ] কমল: মহাসুখকমলের রস।
পঁণাল (প্রণাল/ প্রকৃষ্ট নাল): অবধূতিকার মার্গ।
বিরমানন্দ: নির্মাণচক্র থেকে আরম্ভ করলে ৩ নং আনন্দ।
বিলক্ষণ: ৪ নং আনন্দ অর্থাৎ সহজানন্দের মূহূর্তটা হচ্ছে বিলক্ষণ।
মেলেঁ (মিলনে): প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে অথবা পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে।

২৮
রাগঃ বলাড্ডি
শবরপাদানাম্

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গিপীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।ধ্রু।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।।ধ্রু।।
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।।ধ্রু।।
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি কোহাইলী।।ধ্রু।।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।।ধ্রু।।
গুরুবাক পুঞ্জআ বিন্ধ ণিঅমণ বাণেঁ।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণিবাণেঁ।।ধ্রু।।
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবরসিহরসন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে।।ধ্রু।।

পদ ২৮

উঁচু উঁচু পর্বত, দূর থেকে ধোঁয়াশা, সেইখানে থাকে এক স্নিগ্ধ শবরী বালিকা।
ময়ূর পেখমের বসন পরে সে গলায় পরেছে গুঞ্জাফুলের অগ্নিশিখা।
পাগল শবর আমার, একরোখা শবর! হয়ো না তো এতটা অস্থির –
সহজসাধনে যা কিছু চাই, সবই তোমার জন্যে আমার বিনিময়বিহীন গিফট।
বন জুড়ে অঙ্কুরিত কত কত প্রজাতির গাছ! আঁকাবাঁকা ডালে ভর্তি আকাশটা,
বিদ্যুৎ ঝলকিত রিং দুলিয়ে কানে উদাস শবরী বনপথে হাঁটে একা একা।
তিন ধাতু দিয়ে খাট বানিয়ে বাসর সাজাল রোমাঞ্চিত শবর।
শবর প্রেমিক, তার প্রেয়সী নৈরামণি – রাত জেগেছিল স্বপ্ন-বিভোর।
বিদিম সুখে কর্পূর মেখে হৃদয়ের পানপাতা খেয়েছিল তারা,
শূন্য-ঈশ্বরী শূন্যতালিঙ্গুকে গভীর নির্জনতায় দেখিয়েছিল চেহারা।
গুরু দিয়েছে যে বাণী, তাকে ধনুক মানি – সংশপ্তক তীর যে তোমার মন,
একবারেই সে তীর ছুড়ে দিয়ে তুমি বিদ্ধ করো নির্বাণ-দর্শন।
উত্তেজনায় শবর কাঁপে সিরিয়াসনেসে –
পর্বতগুহায় যদি সে লুকায়, খুঁজব আমি কোথায়, কার কাছে!

শবরপা

সন্ধ্যার্থ ২৮

উঁচা উঁচা পাবত (উঁচু উঁচু পর্বত): দেহ-পর্বতের উচ্চ শিখর, অর্থাৎ মস্তিষ্কের সহস্রারে, সেখানে মহাসুখচক্র।
সবরী বালী (শবরী বালিকা): নৈরাত্মা দেবী।
মোরঙ্গিপীচ্ছ (ময়ূরপুচ্ছ): এর রং বিচিত্র বলে ভাব-বিকল্পকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
গুঞ্জরী মালী (গুঞ্জা ফুলের মালা): গ্রীবার সম্ভোগচক্রে গুহ্যমন্ত্রের অবস্থান।
উমত শবরো (উন্মত্ত শবর): বিষয়মত্ত শবর।
নানা তরুবর মৌলিল (নানা বৃক্ষপত্র মুকুলিত): নানা অবিদ্যায় দেহ সজ্জিত।
গঅণত লাগেলী ডালী (আকাশে ঠেকল ডাল): পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শাখা-প্রশাখার জটিল জালে নির্বাণের আকাশ অবরুদ্ধ।
এ বণ (এই বন): দেহ বন। কারণ অবিদ্যাজাত এই দেহ দ্বারাই সহজ স্বভাব অর্জিত হবার সম্ভাবনা।
কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী: জ্ঞান পঞ্চমুদ্রারূপ কুণ্ডল এবং প্রজ্ঞা ও উপায়রূপ বজ্রকে একত্রে ধারণ করে।
তিঅ ধাউ (তিন ধাতু): কায়, বাক, চিত্ত।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই (হৃদয় তাম্বুল এবং মহাসুখরূপ কর্পূর মিশিয়ে খেল): চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করে দিল।
কণ্ঠে: সম্ভোগচক্রে।
রাতি: কায়ক্লেশরূপ অন্ধকারময়তা।
গিরিবরসিহরসন্ধি পইসন্তে (গিরিশিখরের সন্ধিতে ঢুকে পড়ল): মহাসুখে বিলীন হলো।

২৯
রাগ: পটমঞ্জরী
লুইপাদানাম্

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।।ধ্রু।।
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা।।ধ্রু।।
জাহের বাণচিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।।ধ্রু।।
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।।ধ্রু।।
লুই ভণই মই ভাইব কিস।
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।।ধ্রু।।

পদ ২৯

ভাবও নাই, অভাবও নাই –
এমন ভাবের গান কেমনে আমি বাজাই!
বলে লুই, সহজ বোঝা এত সোজা না।
তিন ধাতুতে মিলেমিশে দিশা পাবা না।
যারে রঙে-রেখায়-প্রতিকৃতিতে কোনোদিন পাই নাই,
তাই তো বেদ-পুরাণের সাহায্য নিয়েও কিচ্ছু লাভ নাই।
কোন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমি উত্তরটা দেব কী!
জলের আয়নায় চাঁদের আলো – স্বপ্ন না কি সত্যি?
লুই ভাবে, এখন আমি আর কোন ভাবনাটাই যে ভাবি!
কোথায় আমার প্রতিনিয়ত'র পৃথিবী?

লুইপা

২৯ নং পদে কোনো সন্ধ্যাশব্দ নেই বলে এখানে সহজ-সাধনার যোগতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো:

১.
নাভী – নির্মাণচক্র – শূন্য –
আনন্দ – বিচিত্র মুহূর্ত –
আলোক – প্রকৃতি পরতন্ত্র –
৩৩টা প্রকৃতিদোষ – ৬৪ পাপড়ির
পদ্ম – কর্মমুদ্রা

২.
হৃদয় – ধর্মচক্র – অতিশূন্য –
পরমানন্দ – বিপাক মুহূর্ত –
আলোকাভাস – পরিকল্পিত – ৪০টা
প্রকৃতিদোষ – ৩২ পাপড়ির
পদ্ম – ধর্মমুদ্রা

৩.
কণ্ঠ – সম্ভোগচক্র – মহাশূন্য –
বিরমানন্দ – বিমর্দ মুহূর্ত –
আলোকোপলব্ধি – পরিনিষ্পন্ন – ৭টা
প্রকৃতিদোষ – ১৬ পাপড়ির পদ্ম – মহামুদ্রা

৪.
মস্তিষ্ক – সহজচক্র – সর্বশূন্য –
সহজানন্দ – বিলক্ষণ মুহূর্ত – কোনো
আভাসদোষ নেই – কোনো পরতন্ত্র
নেই – প্রকৃতিদোষ নেই – ৪
পাপড়ির পদ্ম – জ্ঞানমুদ্রা বা সময়মুদ্রা

৩০.
রাগঃ মল্লারী
ভুসুকুপাদানাম্

করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ।।ধ্রু।।
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভূআ।
পেখ রে ভুসুকু সহজসরুআ।।ধ্রু।।
জাসু সুনন্তে তুট্টই ইন্দিআল।
নিহুরে ণিঅ মন দে উলাস।।ধ্রু।।
বিসঅ বিশুদ্ধেঁ মই বুজ্‌ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে।।ধ্রু।।
এ তৈলোএ এ ত বিসারা।
জোই ভুসুকু ফেটই অন্ধকারা।।ধ্রু।।

পদ ৩০

করুণার মেঘ ভাসে আকাশে, এখন
আমি ভাব ও অভাবের দুটো লাশের
উপর রেখেছি দু'পা। ধীরে ধীরে বের
হয়ে আসে এক অদ্ভুত আয়না। মন,
দেখতে কি চাও তুমি সহজ প্রাণন?
ইন্দ্রিয়ের ফাঁদ কেটে পাখি রে আগের
মতো উড়ে যা, নিভৃতে নিজেই নিজের
মুক্তির বিস্ময়ে হৃদয়ের গান শোন।

বিষয়-বাসনা আজ সারেন্ডার করে
ফিরে গেল ঘরে, আমার শ্যামল
দেশে চাঁদ ঝলমল করে। পৃথিবী রে,
তোর সংগ্রহ যা যা, আমার বিহ্বল
নির্মল আনন্দ প্রথম তার ভিতরে।
ভুসুকু জাগলে জাগে স্তব্ধ কোলাহল।

ভুসুকুপা

সন্ধ্যার্থ ৩০

করুণা মেহ (করুণা মেঘ)ঃ করুণাবারি।/ করুণাবৃষ্টি।
ভাবাভাবঃ গ্রাহ্য-গ্রাহকতার সম্পর্ক।
বিসঅ বিশুদ্ধেঁ (বিষয়-বিশুদ্ধি)ঃ বিষয়-আশয় বা বস্তুবন্ধন হতে মুক্তি।
চান্দে (চাঁদে)ঃ সহজানন্দে।

৩১

রাগ: পটমঞ্জরী

আর্য্যদেবপাদানাম্

জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হোই ণঠা।
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা।।ধ্রু।।
অকট করুণাডমরুলি বাজঅ।
আজদেব নিরাসে রাজই।।ধ্রু।।
চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহিঁ টলি পইসই।।ধ্রু।।
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর।।ধ্রু।।
আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ।
ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ।।ধ্রু।।

পদ ৩১

আমার ইন্দ্রিয় গো, আমার মনপবন কোথায় গেল?
আত্মা আমার সুতো ছিঁড়ে কোন হুতাশে কোথায় উড়ল?

করুণার বাজনা বাজে ঐ বাতাসে বাতাসে –
আর্যদেব মানে না কার্যকারণ, একা ঝুম হয়ে বসে আছে।

চাঁদের আলো যেমন চাঁদেতেই করে বসবাস –
চিত্ত নেই হলে চিত্তবিভ্রাট আর খুঁজে কি পাস?

লজ্জা-ঘৃণা-ভয় ছেড়েছে আমাকে –
আমি চেয়ে আছি শূন্যতাময় পথের দিকে।

আর্যদেব হে এখন শিকল ছিঁড়েছে –
শিকল ছেঁড়ার যন্ত্রপাতি বিকল করেছে।

আর্যদেবপা

সন্ধ্যার্থ ৩১

ইন্দিঅ পবণ (ইন্দ্রিয় পবন): বাতাসের মতোই চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলোর স্বভাব।
করুণা: গুরু পরম্পরার সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।
ডমরুলি (ডমরু): অনাহত ঝংকার মানে জ্ঞানের হতাবস্থা।
নিরাসে (নিরালম্বে): কার্যকারণহীনভাবে।
চিঅ বিকরণে তহিঁ টলি পইসই: চিত্ত প্রভাস্বর শূন্যতায় ঢুকে পড়লে চিত্তদোষগুলোও বাধ্য হয়ে সাথে সাথে ঢুকে পড়ে।
সুণ (শূন্য): নৈরাত্মরূপ।

৩২
রাগঃ দেশাখ
সরহপাদানাম্

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল।।ধ্রু।।
উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।
নিঅহি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।।ধ্রু।।
হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ।।ধ্রু।।
পার উআরেঁ সোই গজিই।
দুজ্জণ সাঙ্গে অবসরি জাই।।ধ্রু।।
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা।।ধ্রু।।

পদ ৩২

নাদ-বিন্দু বিলুপ্ত। চাঁদ আর সূর্য? আমি চিনিই না তো!
আমার চিত্ত এক মুক্ত জাতক।
সরল! তুই সরলতায় মিশিশ গিয়ে নিজের মতো,
বোধি থাকে ঘোর অন্তরে – লঙ্কায় গেলে হয় কি সাধক?

হাতভরা চুড়ি দেখতে কি আর আয়না লাগে রে, বোকা!
নিজের মনে নিজেই তুই বুঝে নে না।
পার হতে দাঁড়াস যদি সন্ধ্যার তীরে একা,
ছদ্মবন্ধুর নৌকাতে উঠে, দেখিস, বেঘোরে প্রাণটা দিস না!

ডানে বামে, এদিক ওদিক নালা-ডোবা আর পঙ্ক কালো কালো।
সরহ বলে, বাজান রে! তার চেয়ে সহজপথই আমার ভালো।

সরহপা

সন্ধ্যার্থ ৩২

নাদ বিন্দু, রবি শশি: এগুলো হচ্ছে বিকল্প জ্ঞান।
চিঅরাঅ (চিত্তরাজ): বোধিচিত্ত।
বঙ্ক (বাঁকা): বাঁকাপথ হচ্ছে বিকল্পজ্ঞানের পথ কিংবা ডান ও বাম দিকের নাড়ির পথ।
পার: সংসার সমুদ্রের পার।
দুজ্জণ (দুর্জন): মোহটোহ ইত্যাদি।
উজুবাট (সোজা পথ): অবধুতিকার পথ।

৩৩
রাগ: পটমঞ্জরী
ঢেণ্ঢণপাদানাম্

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।ধ্রু।।
বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।।
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।।
জো সো বুধী সোধ নিবুধী।
জো ষো চৌর সোই সাধী।।
নিতে নিজে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢাণপাএর গীত বিচরিলে বুঝঅ।।

পদ ৩৩

চিলেকোঠায় ঠ্যাক আমার, আশেপাশে কোনো পাড়াপড়শিই নাই। হাঁড়ির তলা তো আমাদের চিরকালই ফুকো, অথচ বলো তো এত আত্মীয়-কুটুমের ঝক্কি কী করে সামলাই? ব্যাঙের বাড় এতটাই বেড়েছে, তারা এখন সাপ ধরে ধরে খায়। আর কী আশ্চর্য, আমার হাতের দোয়ানো দুধ পর্যন্ত আবার ওলানে ফিরে যায়! এ ঘোর প্রতিকালে দাঁড়িয়ে দেখি, ষাঁড়গুলো সব বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছে। গাভী হতবাক হয়ে তাকায় – হায়, সে তো বন্ধ্যাত্বই গ্রহণ করেছে। তিন সন্ধ্যা ধরে চলল সেই ষাঁড় দোয়ানোর বিশাল উৎসব। চারিদিকে বিদিক সব নাটকের ফ্যাঁড়ে পড়ে ঢেণঢনপা বলে, মানলাম না আমি এসব! আমি তো দেখি চালাক বলো যারে, সেই ব্যাটা সবচেয়ে গাধা। চোর আর পাহারাদার মিলে মুখোশ বদলিয়ে যত ইচ্ছে ছড়াচ্ছে ধাঁধা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ ঝরে, টের পাই। শিয়াল আর সিংহ একদিন মুখোমুখি হবে – এই কথা শহরবাসীরে জানাই।

ঢেণঢনপা

সন্ধ্যার্থ ৩৩

টালত (টিলায়/ টোলায়): কায়, বাক, চিত্তের ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষ নেই যেখানে।/ দেহরূপ সুমেরু শিখরে।
ঘর: মহাসুখচক্র।
নাহি পড়বেষী (প্রতিবেশী নাই): চাঁদ ও সূর্যের অস্তিত্ব নেই বলে। কারণ গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব শেষ।
হাড়ী (হাঁড়ি): নিজের দেহ।
বেঙ্গ (ব্যাং): অঙ্গহীন যে, সে হচ্ছে ব্যাং। অর্থাৎ প্রভাস্বর শূন্যতা।
সাপ: নির্মাণচক্র থেকে বোধিচিত্তের উর্ধ্বগামী দীর্ঘ ধারা।
দুহিল দুধু (দোয়ানো দুধ): বজ্রসত্তা হতে আগত বোধিচিত্ত।
বেণ্টে (বাঁটে): কেন্দ্রীভূত মহাসুখচক্রে।
বলদ বিআএল (বলদ বিয়াল): সংবৃত্তি বোধিচিত্ত বা মন বিয়াল। অর্থাৎ মনের প্রকৃতিদোষগুলো প্রকাশিত হলো।
গবিআ বাঁঝে (গাভী বন্ধ্যা): নৈরাত্মাদেবী বন্ধ্যা, কারণ নিম্নপ্রবাহের সংবৃত্তি বোধিচিত্তকে সে নিরোধ করছে।
পিটা দুহিএ (পীঠে বা পাত্রে দোয়ানো হলো): কায়, বাক, চিত্তের আভাসে তৈরী অবিদ্যাপীঠ দুইয়ে শুদ্ধ করা হয় বা নিঃস্বভাবীকৃত করা হয়।
তিনা সাঁঝে (তিন সন্ধ্যায়): নির্মাণচক্র, ধর্মচক্র ও সম্ভোগচক্রের এই তিনটা স্তরে।
বুধী (বুদ্ধিওয়ালা): চিত্তের যখন পৃথিবীর বাস্তবজ্ঞান বেশি।
নিবুধী (নির্বোধ): বাস্তবজ্ঞান লোপ পেয়ে পরমার্থ সত্য যখন জেগে ওঠে।
চৌর (চোর): চিত্ত যখন বিকল্পাত্মক জ্ঞান আহরণ করে, তখন চোর।
সাধী (সাধু): নির্বিকল্প হলে সাধু।
ষিআলা (শিয়াল): মরণাদি ভয়ে ভীত সংসার-চিত্ত। একাগ্র হলে তাই-ই প্রভাস্বরবিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।
ষিহ (সিংহ): নৈরাত্মা ও বজ্রসত্ত্বের মিলনে যুগনদ্ধরূপ সিংহ, সহায়তা করে শিয়ালকে তার স্পর্ধা প্রকাশে।

৩৪
রাগঃ বরাড়ী
দারিকপাদানাম্

সুনকরুণরি অভিনচারেঁ কাঅবাক্‌চিএ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ।।ধ্রু।।
অলক্‌খলক্‌খণচিত্তা মহাসুহেঁ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ।।ধ্রু।।
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠানমহাসুহলীলেঁ দুলখ পরমনিবাণে।।ধ্রু।।
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী।।ধ্রু।।
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরে বাধা।
লুইপাঅপসাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা।।ধ্রু।।

পদ ৩৪

কায়বাকচিত্তের মেঝেতে শূন্যতা আর করুণার মিশেল করে,
দারিক সাধু বিহ্বল হলো আকাশে ভেসে আকাশের দীপ্ততম ডানায়।
পুনরাবর্তনের ফাঁড়া কাটিয়ে মন ছুটে যায় নতুন একটা ঘোরে –
দারিক সাধু বিহ্বল হলো আকাশ চষে আকাশের মুক্ততম ডানায়।

কী তোর মন্ত্রে? কী ছাই তন্ত্রে? ধ্যান ফ্যান করে, ভাষ্যটীকা লিখে কী দাঁড়াবে!
মহাসুখ বৃক্ষের শিকড় আঁকড়ে না ধরলে নির্বাণ কিন্তু অচেনাই রবে।

দুঃখে-সুখে কোনো পার্থক্য নেই, এই ভাব করে ইন্দ্রিয় জানালা খুলে রেখো।
আপন-পর তো দূরের কথা, নিজের পোর্ট্রেটে সবাইকে তুমি দেখতে শেখো।

রাজা-রাজা-রাজা! কত রাজা যে আছে – সবাই মোহের পাগল।
লুইপা'র স্নেহদৃষ্টিতে দারিক পেয়েছে মহাবিশ্বে চরম ফলাফল।

দারিকপা

সন্ধ্যার্থ ৩৪

সুন (শূন্য): পরমার্থ সত্য, যেটা উর্ধ্বগামী ধারা।
করুণ (করুণা): সংবৃত্তি সত্য, যেটা নিম্নগামী ধারা।
গঅণত (গগনে): ৪র্থ শূন্যতার স্তরে।
পারিমকুলেঁ (পরমকূলে): প্রভাস্বর শূন্যতায়।
অলক্খলক্খণচিত্তা (অলক্ষলক্ষণচিত্ত): যে চিত্তে উৎপত্তি-লক্ষণ লক্ষ করা যায় না, তাকে অলক্ষলক্ষণ চিত্ত বলে।
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ: দুঃখ ও সুখকে পরমার্থ সত্যের সাথে এক করে বা বিলীন করে।
রাআ (রাজা): কায়, বাক ও চিত্তে ঐশ্বর্যশালী সাধকরা।
অবর রাআ (অপর রাজারা): নাগেন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতারা।
দ্বাদশ ভুঅণেঁ (দ্বাদশ ভুবনে): সমগ্র ভুবনে। ৪ কোটি বিনির্মুক্ত নির্বাণ লাভ করলে দ্বাদশ ভুবন অর্জন করা যায়।

৩৫
রাগঃ মল্লারী
ভাদেপাদানাম্

এত কাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ।।ধ্রু।।
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
গঅণসমুদে টলিআ পইঠা।।ধ্রু।।
পেখমি দহ দিহ সর্ব্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পান ন পুন্ন।।ধ্রু।।
বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিআ।।ধ্রু।।
ভাদে ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা।।ধ্রু।।

পদ ৩৫

এতকাল ছিলাম কেমন জানি উদাস মোহের ঘুমে –
সদগুরু জাগিয়ে দিল সময়মতো, জাগিয়ে দেয়ার রঙে।
হৃদয় আমার নষ্ট হলো, নষ্ট শিকড়বাকড় –
টলে টলে সে ভাসে আর ডোবে, আঁকে শূন্য স্রোতের ঘোর।
আহা, এ কী প্রচণ্ড শূন্যধারা দশদিকে আছে ছড়িয়ে!
মন বলে কিছু নেই আমার, পুণ্য-পাপের আলোছায়া নেই জড়িয়ে।
বজ্রগুরু চিনিয়ে দিল মুক্তির স্কেচবুকের ঠিকানা,
তাই পান করেছি তৃষ্ণাকাতর অঞ্জলি পেতে শিশির-কণা।
ভাদেপা বলে, ভাগ রেখে আমি অভাগকেই ছুঁই –
আমি মেঘে মেঘে আকাশ হয়ে, একতারা বাজিয়ে শুই।

ভদ্রপা

সন্ধ্যার্থ ৩৫

স্বমোহেঁ: রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের মোহে।
চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা (চিত্তরাজ নষ্ট হলো): বজ্র ও পদ্মের সঙ্গমে মোহভাব অদৃশ্য হয়ে গেল।
গঅণসমুদে (গগনসমুদ্রে): প্রকৃতি প্রভাস্বরে।
দহ দিহ (দশ দিক): দিক তো দশটা।
লক্‌খ (লক্ষ্য): সহজানন্দ এবং তা পাওয়ার সাধনা প্রণালী।
অহারিল (আহার করলাম): নির্বিকল্প করলাম।
অভাগে (ভাগ নেই যেখানে): অনুৎপাদ ভাগ।
চিঅরাঅ (চিত্তরাজ): অনাদি ভাববিকল্পের আধার, সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।
অহার কত্রলা (আহার করলাম): সর্বাস্তিত্ব উপলব্ধির সমুদ্রে প্রবেশ করলাম।

৩৬
রাগঃ পটমঞ্জরী
কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহভণ্ডার লই সঅলা অহারী।।ধ্রু।।
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজনিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।।ধ্রু।।
চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।।ধ্রু।।
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুন।।ধ্রু।।
শাখি করিব জালন্ধরিপাএ।
পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ।।ধ্রু।।

পদ ৩৬

শূন্য আমার বাসনার গোডাউন, তথতা দিয়ে আহত করে করে এখন। মোহের ধনরত্ন লুটপাট করে নিয়ে বিলিয়ে দিলাম বুভুক্ষুদের মাঝে। ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতার জালে কানু যেন বুঝতেই পারে না কে তার আপন, কে যে পর। মুক্ত, সহজ ঘুমের রশ্মিতে জড়িয়ে সে আনগ্ন শুয়ে আছে। চেতনা নেই কোনোখানে, সংবেদনের ফুল ফোটেনি একটাও। ঘুম, ঘুম, সে যে ঘুমিয়ে আছে। সকল প্রচেষ্টা সফল করে ক্লান্ত কানাই সুখে ঘুমিয়েছে। তারপর স্বপ্নে দেখলাম চরাচর শূন্য! কোনোখানে কিচ্ছু নেই! কোনো আবর্তনেই আর যাওয়া কিংবা ফিরে আসা নেই। আমার এ সবকথাই সত্যি – সাক্ষী ডাকো জালন্ধরীপা'কে। কিন্তু পণ্ডিত ধরনের কাউকে ডেকো না, তারা সহ্য করতে পারে না আমাকে।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ৩৬

সুণ (শূন্য): প্রভাস্বর স্তর।/ আলোকোপলব্ধির সম্পূর্ণ জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে।
বাহ (বাসনাগার): চিত্ত।
মোহভণ্ডার (মোহভান্ডার): প্রকৃতিদোষগুলো।
অহারী (আহার করা): নিঃস্বভাবীকৃত করা।
ঘুমই (ঘুমাচ্ছে): যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন আছে।
লাঙ্গা (উলঙ্গ): সবরকম দোষমুক্ত বলে উলঙ্গ শব্দটা এসেছে।
চেঅণ বেঅন (চেতনা, বেদনা): এগুলো রূপ-বিকল্পের জ্ঞান।
সঅল সুফল করি (সকল সফল করে): শূন্যতার প্রথম ৩টা স্তর সংশোধিত করে।
নিদ গেলা (নিদ্রিত হলো): চিত্তচেতনা লোপ পেল।
সুহে (সুখে): সহজানন্দে।
অবণাগমণ (আনাগোনা): চন্দ্র-সূর্যের যাতায়াত।/ জন্ম, মৃত্যু।

- কে মোহভান্ডার খায়? – যোগী।
- তথতা (নির্বাণ) – একে খড়ুগ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।
- ঘরিঅ (ঘোরে)। কে ঘোরে? – ঘাণিক, অর্থাৎ অবধূতিকারূপ পবন।

৩৭
রাগঃ কামোদ
তাড়কপাদানাম্

অপণে নাহিঁ সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা।।ধ্রু।।
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।
চৌকোটিবিমুকা জইসো তইসো হোই।।ধ্রু।।
জইসনে অছিলে স তইসন অচ্ছ।
সহজ পিথক জোই ভান্তি মা হো বাস।।ধ্রু।।
বাণ্ডকুরুণ্ড সন্তারে জাণী।
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী।।ধ্রু।।
ভণই তাড়ক এথু নাহিঁ অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস।।ধ্রু।।

পদ ৩৭

নিজেই আমি নেই – আমার আবার কিসের ডর!
আমার আবার কিসের আকাঙ্ক্ষা মহামুদ্রার?

অনুভবই একমাত্র পাওয়ার উপায় সহজকে।
চতুষ্কোটির মতো প্রাণপণে মুক্ত হতে বলি তোমাকে।

যেমন ছিলে তুমি আদিতে, তেমনটাই থেকে যাও না;
সহজিয়ার পথকে প্লিজ আলাদা কিছু ভেবো না।

অণ্ডকোষ, লিঙ্গ এসব যেমন মাঝি দেখে ফেলে কারণবশত,
তেমনি করেই ব্যাখ্যা পেতে চাও কি তুমি বাকপথাতীত যত?

তাড়ক বলেঃ না, না, সেরকম কোনো অবকাশই নেই –
কেউ যদি তা ভাবে, গিয়ে দেখো তার গলায় ফাঁস আছে অবশ্যই।

তাড়কপা

সন্ধ্যার্থ ৩৭

শঙ্কা (ভয়): জন্ম-যন্ত্রণা-মৃত্যু-মার ইত্যাদির ভয়।
মহামুদেরী (মহামুদ্রা): নির্বাণ।/ নির্বাণের জন্য একরকম তান্ত্রিক প্রক্রিয়া।
সহজ: সহজানন্দ।
চৌকোটি (চতুষ্কোটি): যা সৎ নয়, অসৎ নয়, (সৎ+অসৎ) নয়, (সৎ নয়+অসৎ নয়) তা-ও নয়।
গলপাস (গলায় ফাঁস): সংসার।

৩৮
রাগ: ভৈরবী
সরহপাদানাম্‌

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল।।ধ্রু।।
চীঅ থির করি ধরহু রে নাই।
অন উপায়ে পার ণ জাই।।ধ্রু।।
নৌ বাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ।।ধ্রু।।
বাট অভঅ খাণ্টবি বলআ।
ভব উলোলেঁ বিষঅ বোলিআ।।ধ্রু।।
কুল লই খর সোন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ।।ধ্রু।।

পদ ৩৮

মনে করো, তোমার শরীরটা একটা নৌকা আর মনটা হচ্ছে বৈঠা। সাধুগুরু যে বয়ান দেয়, সেগুলো হচ্ছে হাল। তোমার চিত্ত স্থির করে এবার সেই হালের চাকি ধরো।

এইভাবে ছাড়া অন্য কোনোভাবেই পার হওয়া যায় না জেনো –

নৌকার লোক গুণ টেনে এগিয়ে নেয় নৌকাকে। কিন্তু তুমি দেহনৌকা ছেড়ে দাও, তারপর সহজগুরুর নির্দেশিকা নিয়ে আকাশে পাঙ্খা ভাসাও।

পথে কিন্তু অনেক ভয়ের কাণ্ড ঘটে। হাইজাকার, বাটপারের ছড়াছড়ি। আর দ্রব্যবস্তুর জনপ্রিয়তার জোয়ারে ডুবতে বসেছে তোমার যথাসর্বস্বের তরী!

তার চেয়ে কূলে কূলে খরস্রোতেই উজান বাও গো মাঝি। সরহ বলে,
একদিন নিশ্চিত দেখো পৌঁছে যাবে শূন্য ঠিকানায়।

সরহপা

সন্ধ্যার্থ ৩৮

কাঅ (কায়া): আধার-আধেয়ের যে সম্পর্ক।
মণ (মন): পঞ্চবিধ বিজ্ঞান।
চীঅ (চিত্ত): সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।
মেলি (ছেড়ে): দেহনৌকা ছেড়ে।
মেল (মেলো): বজ্রগুরুর সাথে।
খাণ্ট (খড়্গধারী ডাকাত): চন্দ্র ও সূর্য বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব, যা বিকল্পাত্মক।
ভব: বিষয় সমুদ্র।
বলিআ (বুড়ে যায় বা ডুবে যায়): নৈরাত্মধর্ম ডুবে যায় বা বিলুপ্ত হয়।
কুল: পরিশুদ্ধ অবধূতিকা, যাতে চন্দ্র-সূর্য লয় হয়।
খর সোন্তে (খরস্রোতে): মহাসুখরাগে।
উজাঅ (উজিয়ে চলো): ঊর্ধ্বে চলো।
গঅণেঁ (গগনে): নির্মলচক্রদ্বীপে বা সহজচক্রে।

৩৯
রাগঃ মালশী
সরহপাদানাম্‌

সুইণা হ অবিদার অরে নিঅমন তোহোর দোসে।
গুরুবঅণবিহারেঁ রে থাকিব তুই ঘুণ্ড কইসে।।ধ্রু।।
অকট হুঁভব ই গঅণা।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা।।ধ্রু।।
অদভুঅ ভবমোহ রে দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা।।ধ্রু।।
অমিআ অচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা।
ঘরেঁ পরেক বুঝ্‌ঝিলে রে খাইব মই দুঠ কুণ্ডবাঁ।।ধ্রু।।
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ।
একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরহুঁ সুচ্ছন্দে।।ধ্রু।।

পদ ৩৯

ওরে আমার পথিক মন! স্বপ্ন দেখে তুই অশিক্ষাদোষে তাকেই ভাবিস ঠিক দৃষ্টিকোণ। গুরুর বচন ঘিরেই তো তোর থাকার কথা, তা না, হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াস যথা তথা। আশ্চর্য ওংকার ঐ শোনা যায় ইথারে! বাংলা তোর বউ হলো, আর পিছন থেকে ভাগল তোর বিজ্ঞানমনস্কতার গর্ব। ভবের ব্যাপার স্যাপার বড়োই অদ্ভুত রে, আপন-পর বেছে বেছে কাজ করে। কিন্তু জগৎটা তো জলের আয়নার প্রতিফলন ছাড়া কিছুই না। সহজ শূন্যে বন্ধু আমি খুলেছি ডানা। অন্যের দেখাদেখি আমার চিত্তও অমৃত থাকতে বিষ খায়। ঘরে আমার কোন সে পরে বসত করে, জানি যদি তা – চিবিয়ে খাব আমি দুষ্ট কুটুমের মাথা। সরহ বলেঃ দুষ্ট গরুর চাইতে বাপু আমি শূন্য গোয়ালেই ভালো থাকি। দৃশ্যকল্পের জানালা বন্ধ করে দিয়ে একা আছি আমি, একদম একাকী!

সরহপা

সন্ধ্যার্থ ৩৯

হূঁভব (হুংভব): হুংকারবীজোদ্ভূত চিত্ত। [বজ্র ও পদ্মের মিলনে যে মন্ত্রবীজ উৎপন্ন হয় তা থেকে জন্ম নেয়া চিত্ত।]
গঅণা (গগনে বা আকাশে): প্রভাস্বরে।
জায়া (পত্নী): অদ্বৈতজ্ঞান। [বঙ্গে শব্দটিও এখানে একই অর্থ প্রকাশ করে।]
বিণাণা (বিজ্ঞান): অবিদ্যাদোষজাত বিষয়।
অমিআ (অমৃত): সহজানন্দ।
বিস (বিষ): বিষয়জ্ঞান।
খাইব (ভক্ষণ করব): নিঃস্বভাবীকৃত করব।
ঘরেঁ (ঘরে): নিজের দেহে।
পরে: নৈরাত্মা দেবী বা পরমতত্ত্ব।
দুঠ কুণ্ডবাঁ (দুষ্ট কুটুম): রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি।
দুঠ বলন্দেঁ (দুষ্ট বলদ দিয়ে): দুষ্ট বিষয়ের বলদাতা যে, অর্থাৎ চিত্ত।
সুন গোহালী (শূন্য গোয়াল): ইন্দ্রিয়ের অবলম্বন নিজদেহকে প্রভাস্বরময় করা। [গো= ইন্দ্রিয়]

৪০
রাগ: মালসী গবুড়া
কাহ্নুপাদানাম্

জো মণগোঅর আলাজালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা।। ধ্রু।।
ভণ কইসে সহজ বোল বা জাঅ।
কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমাঅ।। ধ্রু।।
আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্পথাতীত কাহিব কীস।। ধ্রু।।
জে তই বোলী তে ত বিটাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল।। ধ্রু।।
ভণই কাহ্নু জিণরঅণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।। ধ্রু।।

পদ ৪০

যা মনগোচর তার সবটাই হচ্ছে ভং।
আগম, পুথি, ইষ্টমালা? প্রদর্শনীর সং।

তাইলে বলো কীভাবে সহজ কথা বোঝাব আমি?
কায়-বাক-চিত্ত কখনো যার নয় অনুগামী!

বেহুদাই গুরু শিষ্যকে এসব উপদেশ দেয়।
ওহো রে, যা বলে বোঝানো যায় না, তা কেন বলতে যায়!

যতই বলতে চায়, ততই যায় আউলায়ে বর্ণনা –
আসলে গুরুটা হচ্ছে বোবা আর শিষ্যটা কানে শোনে না।

কানুপা বলে, জিনরত্ন জিনিসটা কেমন?
কালা যদি মাইম করে বোবাকে কিছু বোঝায়, তেমন।

কাহ্নুপা

সন্ধ্যার্থ ৪০

জিণরঅণ (জিনরত্ন): অতীন্দ্রিয় সহজানন্দ।

৪১
রাগঃ কহ্নুগুঞ্জরী
ভুসুকুপাদানাম্

আইএ অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কি তাক বোড়ো খাই।।ধ্রু।।
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না।
অইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি তুটই বাষণা তোরা।।ধ্রু।।
মরুমরীচি গন্ধনইরী দাপণপতিবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা।।ধ্রু।।
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআতেলেঁ সসর সিংগে আকাশফুলিলা।।ধ্রু।।
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরুপাব।।ধ্রু।।

পদ ৪১

আদৌ উৎপন্নই হয়নি এই জগৎ – ভ্রান্তিতে দৃশ্যরূপ খুলে যায়।
দড়িকে সাপ ভেবে যার হ্যালুসিনেশন হয়, সত্যি কি তাকে সাপে খায়!

কী আশ্চর্য! যোগী তোমার হাত নোনতা করো না, করো না –
জগতের ভাবটা যদি একবার বুঝে ফেলো, কেটে যাবেই তোমার বাসনা।

মরুতে মরীচিকা, গন্ধর্বদের রাজ্য কিংবা আয়নাতে প্রতিকৃতি যেমন,
আবার ঘূর্ণিবায়ুতে তরল জলই পাথরের মতো কঠিন হয়ে শিলাবর্ষণ।

যেমন, বন্ধ্যার সন্তানের দুরন্তপনা আর তার নানান তালে খেলাধুলা –
বালির তেল, খরগোশের শিং বা আকাশকুসুম – একজাতীয় উপমা এগুলা।

রাজপুত্র বলেঃ আশ্চর্য তো! ভুসুকু বলেঃ আজব, সবকিছুই এরকম তাহলে!
এখনও যদি মূঢ় তোর ধোঁয়াশা থেকে থাকে, গুরুকে জিজ্ঞেস কর নিরালে।

ভুসুকুপা

সন্ধ্যার্থ ৪১

বান্ধি (বন্ধ্যা): নৈরাত্মাদেবী।
বান্ধিসুআ (বন্ধ্যার পুত্র): পরমার্থ সত্য।

৪২
রাগঃ কামোদ
কাহ্নুপাদানাম্

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না।।ধ্রু।।
ভণ কইসে কাহ্নু নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই।।ধ্রু।।
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর।।ধ্রু।।
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই।।ধ্রু।।
ভব জাই ণ আবই এথু কোই।
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই।।ধ্রু।।

পদ ৪২

আমার চিত্ত – সে এখন পুরোপুরি সহজ
হয়ে গেছে! যদি আমার স্কন্ধগুলো
ভেঙে পড়ে পুরোনো দালানের থামের মতো,
তখন বিষণ্ন যেন না দেখি
তোদের চোখ। কীভাবে বলিস যে,
কানু আর নাই! আমি
তো আছি রে চিরকাল জুড়ে এই ত্রিলোকেই।
আরে, বোকারাই দেখার জিনিস না দেখতে
পেলে মুষড়ে পড়ে। যে ঢেউ বাতাসে উজিয়ে
উঠে আবার মিলিয়ে যায় – সে কি
কখনো সমুদ্রকে মরুভূমি করে ফেলে?
তালকানা হলে দেখেও দেখে না।
দুধের মধ্যে আছে স্নেহকণিকা, টের
পায় না। পৃথিবীতে কেউ যায়ও না,
আসেও না কদাপি।
এই বুঝ বুঝে কানু এখন অনেক হ্যাপি।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ৪২

কান্ধ (স্কন্ধ)ঃ পঞ্চস্কন্ধ – রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। এগুলো দিয়ে মানবদেহ গঠিত।

৪৩
রাগঃ বঙ্গাল
ভুসুকুপাদানাম্

সহজমহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ।
খসমসভাবে রে বা ণ মুকা কোএ।।ধ্রু।।
জিম জলে পাণিআ টলিয়া ভেড় ন জাঅ।
তিম মণরঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ।।ধ্রু।।
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
আই অনুঅণা রে জামমরণ ভাব নাহি।।ধ্রু।।
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ণ আবই রে ণ তহিঁ ভাবাভাব।।ধ্রু।।

পদ ৪৩

সহজ মহাবৃক্ষের শিকড় ছড়িয়ে আছে
মহাজগৎ জুড়ে। আকাশ সমান মুক্তির সুখে
কে না বলো বাঁধন ছেঁড়ে! পানিতে যদি পানি
পড়ে, জল কিন্তু একাকার। মন
আমার সমরস ধরে ধরে শূন্যতায় হয় পাচার।
যার আপন আপন ব্যাপার নেই, তার তো
পর বলেও কিছু থাকে না বাকি।
আদৌ অঙ্কুরিতই হয়নি যে, তার
আবার জন্ম-মৃত্যু এসব আছে না কি!
ভুসুকু রাজপুত্র বলেঃ সবকিছুতেই একই
এই আশ্চর্য ঘটনা। যায়ও না,
আসেও না কিচ্ছু – আর
অভাব কিংবা ভাবের নেই ঠিকঠিকানা।

ভুসুকুপা

(এই কবিতার ধ্রুবপদ পুথিতে পাওয়া যায় নি।)

সন্ধ্যার্থ ৪৩

খসম (খ-এর সম): আকাশের সম ।/ শূন্যতা ।
জিম জলে পাণিআ টলিয়া (জলে যেমন জল পড়ে): জল হচ্ছে সাধ্যবস্তু, সাধকচিত্তও পানি বা জল । সাধ্যবস্তু হচ্ছে সহজস্বরূপ, সাধকচিত্ত হচ্ছে বোধিচিত্ত । অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় বিলীন হচ্ছে ।
মণরঅণা (মনরত্ন): যোগীর বোধিচিত্ত ।
সমরসে: শূন্যতা ও করুণার অভেদ মিলনে ।
গঅণ (গগন): প্রভাস্বর শূন্যতা ।

৪৪
রাগঃ মল্লারী
কঙ্কণপাদানাম্

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅল ধাম উইআ তবেঁ।।ধ্রু।।
আছহুঁ চউ খণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী।।ধ্রু।।
বিন্দু ণাদ ণ হিএঁ পইঠা।
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা।।ধ্রু।।
জথাঁ আইলেঁসি তথা জান।
মাসং থাকী সঅল বিহাণ।।ধ্রু।।
ভণই কঙ্কণ কলঅল সাদেঁ।
সর্ব্ব বিচুরিল তথতানাদেঁ।।ধ্রু।।

পদ ৪৪

শূন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো আর একটা শূন্যের,
তাই মৈত্রীর ধর্ম প্রকাশ পেল যে প্রেক্ষাপটে।

আছি তো দিনমান আমি সংবোধির ভিতরে,
মাঝখানটাতে ক্লোজ করে বোধি আমার পেকেছে।

বিন্দু, নাদ – আহা, একে একে এসে ফিরে গেল,
একটাকে পেতে চেয়ে আমার আর একটা হারাল।

হে তুমি উৎসকে আগে চেনো গভীর করে,
মঝঝিমে থেকে জয় করে নাও সবাইকে।

কাঁকন বলে, চারিপাশে যদিও কলকল শব্দ –
তথতার হুংকারে এবার সবই হবে নিস্তব্ধ।

কঙ্কণপা

সন্ধ্যার্থ ৪৪

সুনে (শূন্যে): তৃতীয় শূন্যে, স্বাধিষ্ঠান শূন্যে।
সুন (শূন্য): চতুর্থ শূন্য, প্রভাস্বর শূন্য।
সঅল ধাম (সকল ধর্মের সার): যুগনদ্ধ অবস্থার অনুভূতি, মহাসুখের অনুভূতি।
চউ খণ (চতুঃক্ষণ): বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ – এই চার প্রকার মানসিক অবস্থাই চতুঃক্ষণ।
মাঝ নিরোহেঁ (মাঝকে নিরোধ করে): তৃতীয় স্তরের ৭ প্রকার সমাধিমলকে পরিত্যাগ করে বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বের জ্ঞান লুপ্ত করা।/ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী বর্তমানকে নিরোধ করা।
বিন্দু: উপায় বা গ্রাহক বা সূর্য।
ণাদ (নাদ): প্রজ্ঞা বা গ্রাহ্য বা চন্দ্র।
[১ম] আণ (অন্য): সহজ।
[২য়] আণ (অন্য): সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।/ চিত্তসচেতনতা।
জথাঁ আইলেঁসি (যেখান থেকে এসেছ): যে বোধিচিত্তে তুমি উৎপন্ন হয়েছ, পরমার্থ বোধিচিত্ত।
তথা জান (সেখানে গিয়ে জানো): বিষয়বিকল্পহীন নিজের সেই বোধিচিত্তকে।
সঅল (সকল): ললনা ও রসনার পথ ছেড়ে কিংবা বামে ও ডানে প্রাণ ও অপাণ বায়ুকে মধ্যপথে পরিচালিত করে।
কলঅল সাঁদে (কলকল শব্দে): সাকার, নিরাকার ইত্যাদি বিষয়ক বিতর্কের আওয়াজ।
তথতানাদেঁ: শূন্যতার সিংহনাদে।

৪৫
রাগঃ মল্লারী
কাহ্নুপাদানাম্

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফলবাহা।।ধ্রু।।
বরগুরুবঅণকুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ।।ধ্রু।।
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।।ধ্রু।।
জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।।ধ্রু।।
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল।।ধ্রু।।

পদ ৪৫

মন হচ্ছে একরকম গাছ, পাঁচ ইন্দ্রিয় তার
পাঁচটা ডাল। সেই ডালে ডালে আশা নামক
প্রচুর পাতা এবং ফল। পরমগুরুর
বচনের কুড়াল দিয়ে গাছটাকে কেটে ফেলো। কানুপা
বলেঃ আবার যেন না গজাতে পারে! কখনো
অশুভ, কখনো শুভের জল পেয়ে পেয়ে
গাছটা বাড়তে থাকে। আর বিদ্বানেরা
গুরুর নির্দেশে এসে তাকে ঘ্যাচ করে কেটে ফেলে।
ওরে, যে ব্যাটা গাছ কাটতে-ফাড়তে জানে না,
পথের সাধনা ছেড়ে সে-ই তো একসময় সংসারে
ঝুলে পড়ে। শূন্য একটা বিশাল বৃক্ষ, শূন্যতা হচ্ছে কুড়াল।
কোপাও, কোপাও – যত পারো
ডালপালা-শিকড় কিছুই যেন অক্ষত থাকে না।

কাহ্নপা

সন্ধ্যার্থ ৪৫

পুণ ন উইজঅ (আর যাতে না উৎপন্ন হয়): মনের বিকারগুলো।
সুভাসুভ পাণী (শুভাশুভের পানি): নিজের পাপ-পুণ্যের কর্মরূপ জল।
ছেব (ছেদন): নিঃস্বভাবীকরণ।
সুণ তরুবর (শূন্য তরুবর): অবিদ্যারূপ শূন্য তরু।
গঅণ কুঠার (গগন কুঠার): প্রকৃতি প্রভাস্বরের কুঠার।

৪৬

রাগ: শবরী

জয়নন্দীপাদানাম্

পেখু সুঅণে অদশে জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা।। ধ্রু।।
মোহবিমুক্কা জই মণা।
তবেঁ তুটই অবণাগমণা।। ধ্রু।।
ন উ দাঢ়ই ন উ তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই।। ধ্রু।।
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা।। ধ্রু।।
চিঅ তথতাস্বভাবে ষোহই।
ভণই জঅনন্দি ফুড়ণ ণ হোই।। ধ্রু।।

পদ ৪৬

স্বপ্নে যেমন প্রতিভাস আসে, আয়নাতে ফোটে যেমন
প্রতিবিম্ব – তেমনি অন্তরালে মোহও
তোমার মনগড়া একটা ব্যাপার। মন যদি মোহনির্লিপ্ত
হতে পারে, তখনই কেটে যাবে এইসব
সংসারে ঘুরঘুর করা রোগ। এতটাই সুতোছেঁড়া
হৃদয় তোমার – আগুনে পোড়ে না, বৃষ্টিতে ভেজে না আর
কিরিচেও কাটে না এখন। তবু কেন বারবার লোকে
মায়ামোহের দোকানে ভিড় জমায় এভাবে?
ছায়া-মায়া-কায়া সবই দেখি সমান। নিরপেক্ষ
থাকতে পারলে তখনই বাজে
এক বিশেষ বোধের গান। চিত্ত যদি
তোমার তথতার অনুভবে ফিল্টারকৃত হয়,
জয়নন্দী পষ্ট বলে, অন্য কোনো মাধ্যমের
তাইলে প্রয়োজন নেই মোটেও।

জয়নন্দীপা

সন্ধ্যার্থ ৪৬

- ন উ দাঢ়ই ন উ তিমই ন চ্ছিজই (আগুনে পোড়ে না, জলে ভেজে না, অস্ত্রে কাটে না): কী জিনিস? মোহমুক্ত মন।
- পেখ লোঅ (লোকে দেখে): কী দেখে? পরমার্থ চিত্তের এতটা প্রভাব।
- ছাআ মাআ কাঅ সমাণা (ছায়া-মায়া-কায়া একই সমান): নিজের দেহকেও মোহ-আক্রান্ত ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষার ছায়া মনে হয়। আবার এই ছায়াপাতের কারণ হচ্ছে কঠিন মায়া।

৪৭
রাগঃ গুঞ্জরী
ধামপাদানাম্

কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।
সমতাজোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।।ধ্রু।।
ডাহ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পাণী।।ধ্রু।।
ন উ খরজালা ধুম ন দিশই।
মেরুশিখর লই গঅণ পইসই।।ধ্রু।।
দাঢ়ই হরি হর বাহ্ম ভড়া।
ফীটা হই নবগুণ শাসন পড়া।।ধ্রু।।
ভণই ধাম ফুড় লেহু রে জাণী।
পঞ্চ নালেঁ উঠে গেল পাণী।।ধ্রু।।

পদ ৪৭

কমল-কুলিশ মিলল এসে আমার মধ্যে। তখন সর্বাস্তিত্বে সম-অনুভূতির ছোঁয়ায় জ্বলে উঠল চণ্ডালী।

সে আগুন ছড়িয়ে গেল ডোমনিরও ঘরে, দহন উত্তুঙ্গ। চাঁদের ফায়ার-ব্রিগেডকে খবর দিলাম, তারা এসে ছিটাল জল অসংখ্য ধারায়।

প্রদাহ নেই, আগুনের শিখা নেই – এমনকি ধোঁয়াটোয়াও কিচ্ছু নেই এমন অগ্নিকাণ্ডে। তবু সে সুমেরুশিখরে আমাকে নিয়ে গেছে আকাশের দরজা দেখাবে বলে।

হরি-হর-ব্রহ্মা, হায়, একে একে পুড়ল সব ভট্টারকের দল। শেষে পুড়ল আমার নয়টা পবন আর শাসনপট্টটাও পর্যন্ত।

ধামপা বলেঃ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম – কীভাবে কীভাবে পাঁচটা নলেই পানি উঠে ভরে গেল।

ধর্মপা

সন্ধ্যার্থ ৪৭

কমল: প্রজ্ঞা।/ ইড়া।/ চিত্ত।
কুলিশ: উপায়।/ পিঙ্গলা/ শূন্যতা।
চণ্ডালী: কুল অনুযায়ী ধামপা'র নিজস্ব শক্তি।/ তেজঃস্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নৈরাত্মা।
ডাহ (দহন): মহাসুখরাগ।
ডোম্বী (ডোমনি): পরিশুদ্ধ অবধূতিকা।
সসহর (শশধর/ চাঁদ): পরিশোধিত সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।/ প্রভাস্বর বোধিচিত্ত।
গঅণ (গগন): মহাসুখচক্র।
হরি (বিষ্ণু): মূত্রনাড়ি।
হর (শিব): শুক্রনাড়ি।
বাহ্ম (ব্রহ্মা): বীটনাড়ি।
নবগুণ: নয়টা পবন।/ নয় প্রকার প্রাণবায়ু।
শাসন পাড়া (শাসনপট্ট): পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য বিষয় সকল।/ ধর্মের বিধিনিয়ম।
পঞ্চ নালেঁ (পঞ্চ নাড়িতে): হরি, হর, ব্রহ্মা, নবগুণ ও বিষয়ইন্দ্রিয় – এই পাঁচটা।
পাণী (পানি): নির্বাণজল।/ পরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত।

পদ ৪৮

(পুথিতে মূল পদটা পাওয়া যায় নাই ।)

৪৯
রাগঃ মল্লারী
ভুসুকুপাদানাম্

বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।।ধ্রু।।
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।।ধ্রু।।
দহিঅ পঞ্চধাটণ ইংদিবিসআ ণঠা।
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা।।ধ্রু।।
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅপরিবারে মহাসুহে থাকিউ।।ধ্রু।।
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।।ধ্রু।।

পদ ৪৯

বজ্রজ্বলা নৌকা বেয়ে পার হব আজ পদ্মা নদী –
নির্দয় দস্যু দেশ লুট করে নিয়ে গেল জলদি।
ভুসুকু আজ থেকে প্রাণে মনে বাঙালি হলো,
তার ঘরে চণ্ডালিকা বউ হয়ে এল।
পাঁচ পত্তন ঝামেলা পুড়েছে, প্রতিবন্ধী গো আমার ইন্দ্রিয় –
আর মনটা যে কোথায় হারিয়েছে, জানি না তাও।
সোনা কিংবা রূপা কোনোকিছু আর আমার নেই –
পরিবার নিয়ে তবু দেখো, বেশ তো আছি জোশেই।
চারকোটির সম্পত্তি আমার, তাও নিঃশেষ এখন –
মৃত্যু বা বেঁচে থাকায় কোনো পার্থক্য আঁকে না দৃষ্টিকোণ।

ভুসুকুপা

সন্ধ্যার্থ ৪৯

বাজণাব (বজ্রনৌকা): উপায়স্বরূপ নৌকা।
পঁউআ খালেঁ (পদ্মা খালে): প্রজ্ঞা হচ্ছে পদ্মা খাল।
অদঅ বঙ্গালে (নির্দয় বঙ্গাল): অক্ষয় মহাসুখ বা অদ্বয়জ্ঞানরূপ জলদস্যু।

- বঙ্গ অঞ্চলে সেই সময়ে হয়তো লুটেরা দস্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল বলে দস্যু অর্থে বঙ্গ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ক্লেশ: বিষয় আচ্ছন্নতা বা অবিদ্যায় আচ্ছন্নতা।
বঙ্গালী (বাঙালি): অদ্বৈত জ্ঞানের ধারক।
চণ্ডালী: প্রকৃতি প্রভাস্বরময় যে।
পঞ্চধাটণ (পঞ্চপাটন/ পাঁচ পত্তন): পঞ্চস্কন্ধগুলো।
সোণ (সোনা): শূন্যতা।
রূঅ (রূপা): রূপ বা ভাব।

- সোনা কিংবা রূপা বিকল্পাত্মক ব্যাপার।

চউকোড়ি (চতুষ্কোটি): যা সৎ নয়, অসৎ নয়, সৎ ও অসৎ নয়, সৎও নয় অসৎও নয় – তেমনও নয়।

৫০
রাগঃ রামক্রী
শবরপাদানাম্

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।।ধ্রু।।
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমেহেলী।।ধ্রু।।
হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
ষুকড় এ সে রে কপাসু ফুটিলা।।ধ্রু।।
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্নাবাড়ী উএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশফুলিআ।।ধ্রু।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা।
অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা।।ধ্রু।।
চারি বাসে গড়িলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণশিআলী।।ধ্রু।।
মারিল ভবমত্তা রে দহ দিহে দিধলি বলী।
হের সে সবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।।ধ্রু।।

পদ ৫০

আকাশে আকাশে ঘর পাল্টিয়ে তিন নম্বর আকাশে আছি, হৃৎপিণ্ডে দেখো কুঠারের ফলা। গলাগলি করে থাকা বালিকা নৈরামণি একটানে তুলে ফেলল সেটা।

ভীষণ দ্বন্দ্বওয়ালা ওসব মায়ামোহটোহ ছাড়ো তো, ছাড়ো –
শূন্যপ্রেমিকাকে নিয়ে শবর হৃদয়সুখে থরোথরো।

দেখো আকাশ সমান আমার তিন নম্বর বাড়ি,
আশ্চর্য সাদা কার্পাস সেখানে ফোটে প্রতিদিনই।

তিন নং বাড়ির পাশে যখন আমি জ্যোৎস্নাবাড়ি বানালাম, তখন দূরে ভেসে গেল অন্ধকার, ব.. হু.. দূ.. রে..., আকাশ যেন আলোকিত ফুলের পাপড়িতে ভরা –

কাওন পাকল, চিনা পাকল, শবর শবরী খেয়ে মাতল,
সারাদিন শবর আর জাগে না – সুখে সে শুধু একটু কাঁপল।

চারটা বাড়ি বানানো হলো যে চাটাই দিয়ে ঘিরে,
শবরের চিতা জ্বলে সেখানে, শিয়াল-শকুন কাঁদে করুণ মিড়ে।

সংসারপাগলটা এবার মরল, দশদিকেই পিণ্ডি দেয়া হলো। আহা, সেই শবর নির্বাণ পেয়েছে – শবরত্ব টবরত্ব তার ভেস্তে গেছে।

শবরপা

সন্ধ্যার্থ ৫০

গঅণত গঅণত (গগনে গগনে): শূন্যে ও অতিশূন্যে।
তইলা বাড়ী (তৃতীয় বাড়ি): মহাশূন্য বা ৩য় শূন্য।
হেঞ্চে (হৃদয়ে): প্রভাস্বর শূন্যে বা ৪র্থ শূন্যে।
কুরাড়ী (কুঠার): হৃদয়ে অবস্থিত অনাহতচক্রে রয়েছে প্রভাস্বর শূন্যতাময় কুঠার।
সুণমেহেলী (শূন্যমহিলা): নৈরাত্মা জ্ঞানমুদ্রা।
খসম (খ সম): প্রভাস্বর আকাশের সম।
কপাসু (কার্পাস): প্রভাস্বরতার জন্য কার্পাসের মতো সাদা বলে ৪র্থ শূন্যকে কার্পাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাদা কার্পাসের যেমন কোনো বর্ণ বা রূপ থাকে না।/ ক-কারের পরে খ-কারের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ শূন্য।
জোহ্নাবাড়ী (জ্যোৎস্নাবাড়ি): জ্ঞানরূপ চাঁদের মণ্ডল।/ সহজশূন্য।
অন্ধারি (অন্ধকার): ক্লেশ।
কঙ্গুচিনা (কাওন ধান ও চিনা ফল, যা দিয়ে মদ তৈরি হতো): সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।
চারি বাসে (চারটা বাসস্থানে): চতুর্থী সন্ধ্যায় চতুরানন্দ।
চঞ্চালী (চাটাই/ চাঁচাড়ি): চঞ্চল চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ।
সগুণশিআলী (শকুন, শিয়াল): বিষয়বাসনা।
ফিটিলি ষবরালী (শবরত্ব চলে গেল): চিত্ত অচিত্ততায় লীন হলো।

তিব্বতি বৌদ্ধসাহিত্যে কেঙ্গুর কী? এবং তেঙ্গুর কী?
বুদ্ধের নিজের কথা হচ্ছে কেঙ্গুর।
অন্যান্যদের যত কথা, সবই তেঙ্গুর।
৭২,০০০ নাড়ি আছে শরীরের ভিতরে। ৩২টা নাড়ি তার মধ্যে প্রধান। ৩২টার মধ্যে ৩টা প্রধানতম। তারা হচ্ছে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। সুষুম্নাকে অবধূতিকাও বলা হয়। অবধূতিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২৪ (কাহ্ন), ২৫ (তন্ত্রী) এবং ৪৮ নং (কুক্কুরী) পদ মূল পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও লাড়ীডোম্বী বলে আরও একজন পদকর্তার নামোল্লেখ আছে বলে ভাবা হয় যে, এই সংকলন গ্রন্থটিতে পদের সংখ্যা ছিল ৫১টি। তবে মোটামুটিভাবে ২৩ জন সিদ্ধ কবির ৫০টি পদ নিয়েই *চর্যাচর্য বিনিশ্চয়*। লক্ষণীয়, প্রথম দিকের পদগুলো সাধন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত। পরের দিকের পদগুলো সিদ্ধিলাভের আনন্দ সংক্রান্ত।